সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 16
10 - 16 July 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ১৬
২৫ আষাঢ় ১৪৩৩
২৬ মহররম ১৪৪৮হি.

Need a PCO licence?
আপনার কি পিসিও লাইসেন্স প্রয়োজন?
আমরা আপনার TFL PCO Driver Licence আবেদনে যাবতীয় সহয়োগিতা করে থাকি
Also available : B2 Course, Food Hygiene & Theory Test
আজই যোগাযোগ করুন
Tel: 020 7096 1188
Mob: 07539 316 742
80A Ashfield Street, London E1 1BJ

হযরত শাহজালাল (রহঃ) মাজারের দান

কোথায় খরচ হবে

- চোখ খুলে দিলেন ডিসি
- ৩০০ পরিবার কারা, ৭শ বছর কেন খেয়ে আসছে?
- শনিবার খোলা হবে ডেগ, জমা পড়তে পারে কোটি টাকা

দেশ রিপোর্ট, ১০ জুলাই ২০২৬: হযরত শাহজালালের (রহ:) মাজারের দানের অর্থ নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতুহলের শেষ নেই। বিশেষ করে চারদিন সাড়ে ১৭ লাখ টাকার হিসাব প্রকাশ করার পর দেশে বিদেশে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে কৌতুহল বেড়ে গেছে। মানুষ জানতে যায়, ডিসি সারওয়ার আলমের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো গগনার পর থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা জমা হয়েছে। কীভাবে দানের অর্থ গগনা হবে এবং কীভাবে, কোথায় খরচ হবে?

১৫ দিন পর অর্থাৎ ৭ জুলাই মঙ্গলবার টাকা গননার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তা পিছিয়ে যায়। তবে বুধবার রাতে সর্বশেষ জানা গেছে, ১১ জুলাই শনিবার প্রকাশ্যে টাকা গননা হবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, মাজারের ডেগলোতে টাকার পাহাড় জমেছে । তারা মনে করছেন, টাকার পরিমান ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে এখন দেখার বিষয় এই টাকা, কে খায়, কোথায় খরচ হয়।

এর আগে জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম ১৮ জুন বিকেল ৪টার দিকে মাজারের তিনটি বড় ডেগ ও মহিলা এবাদতখানার ছোট একটি ডেগ সীলগালা করে দেন । ডেগের উপরে সিসিটিভি বসান। ডেগের পাশে পাহারাদার নিযুক্ত করেন। যাতে সিলগালা ডেগ খুলে কেউ টাকা নিতে না পারে। পাশাপাশি সেখানে আরো নতুন চারটি দান বাক্স বসান। চারটি ডেগ ও চারটি দান বাক্স- সব মিলিয়ে আটটি দান বাক্স খোলা হয় সিলগালা করার চারদিনের মাথায় ২২জুন বিকেল আড়াইটায় । প্রকাশ্যে গননা করে দেখা যায়, মাত্র চারদিনে ডেগে জমা পড়েছে ১৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা । সাথে সাত আনা সোনা ও বিদেশী মুদ্রা ।

অথচ এর আগে মাজার কর্তৃপক্ষ টিভি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন দিনে ২৫/৩০ হাজারের মতো ওঠে। তবে ওরস হলে কিংবা বৃহস্পতিবার হলে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ওঠে । মাজার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য যে মিথ্যা তা চারদিনের হিসাব সামনে আসার পর থেকে একেবারে পরিস্কার হয়ে গেছে।

ডিসি সারওয়ার আলম জেলা প্রশাসনের নামে নতুন একাউন্ট খোলে সেই একাউন্টে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যেকারণে স্টারমারের রাজনৈতিক পতন!

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: মাত্র দুবছর আগে ব্রিটেনের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তনের বার্তাবাহক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিয়ার স্টারমার। ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিপুল জয়ের মাধ্যমে ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে তার নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি। কিন্তু -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ওসমানী বিমানবন্দরে নতুন সম্ভাবনা

নামবে বিদেশি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট

সিলেট, ১০ জুলাই ২০২৬ : নামে আন্তর্জাতিক হলেও এত দিন সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওঠানামা করেছে কেবল দেশীয় এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ। মোটা অংকের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিমানবন্দরের সক্ষমতা বাড়লেও বিদেশি কোনো এয়ারলাইন্স নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করেনি। দীর্ঘদিনের এই দাবি এবার বাস্তবায়নের পথে। সরকারের উদ্যোগে চলতি বছরের শেষ নাগাদ একাধিক বিদেশি এয়ারলাইনস ওসমানী বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে পারে। এতে সিলেটের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সরাসরি আকাশ যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যের সংখ্যা বাড়বে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনেরও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২১শ কোটি টাকা ব্যয়ে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

আল ক্বিবলাহ ট্রাভেলসের হজ পুনর্মিলনী
ও আকর্ষণীয় হজ প্যাকেজ- বিস্তারিত ১২-১৩ পৃষ্ঠায়

গরমে ইস্ট লন্ডন মসজিদের দরজা উন্মুক্ত

বিনামূল্যে পানি ও স্লাশ-পানীয় বিতরণ

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: যুক্তরাজ্যে চলমান তাপপ্রবাহে মুসল্লি, পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বস্তি দিতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে যে কেউ এখানে এসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিশ্রাম নিতে, ঠান্ডা পানি পান করতে এবং বিনামূল্যে স্লাশ-পানীয় গ্রহণ করতে পারছেন।

জুনের শেষ সপ্তাহে লন্ডনে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ২৫ জুন থেকে এ সেবা চালু করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (৩ জুলাই) সরেজমিনে দেখা যায়, জুমার নামাজ শেষে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মূল প্রবেশ এলাকায় মুসল্লিদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে শরবত বিতরণ করা হচ্ছে । টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সাারিসারি পানীয় ও গ্লাস। নামাজ শেষে অনেক মুসল্লি হাতে পানীয় নিয়ে বের হচ্ছেন, আবার কেউ কেউ বসে শরবত পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছেন।

এর আগে ২৬ জুন মসজিদ এলাকা ঘুরে দেখা যায়, মারিয়াম সেন্টারের সামনে ফিলডগেইট স্ট্রিটে বিশেষ মেশিনে্লাশ তৈরি করে পথচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া লন্ডন মুসলিম সেন্টারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রিসেপশন এলাকায় বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । সেখানে স্থাপিত পানির ফিলডার থেকে অনেকে ঠান্ডা পানি পান করছেন, আবার কেউ গরম থেকে স্বস্তি পেতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছেন।

একজন পথচারী এই প্রতিবেদককে বলেন, “দুপুরে মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছিলো। মসজিদের দেয়ালে বিনামূল্যে পানীয় সরবরাহের পোস্টার দেখে ভেতরে ঢুকি। ঠান্ডা পানি পান করার পাশাপাশি কিছুক্ষণ বিশ্রামও নিই। দেখলাম, আমার মতো আরও

অনেকেই সেখানে বসে আছেন। বিষয়টি আমার খুবই ভালো লেগেছে। এই মসজিদের সেবা শুধু নামাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তীব্র গরমে এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও অনুকরণীয়।”

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জুনায়েদ আহমদ বলেন, “প্রচণ্ড গরমে মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতেই আমরা ঠান্ডা পানীয় সরবরাহের পাশাপাশি বিশ্রামের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থান উন্মুক্ত রেখেছি । এটি শুধু মুসল্লিদের জন্য নয়; মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো কমিউনিটির জন্যই এই সুবিধা উন্মুক্ত। সবাইকে এ সেবা গ্রহণের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাই।”

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী বলেন, “প্রতিদিনই বিপুলসংখ্যক মানুষ এই সেবা গ্রহণ করছেন । ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এখানে এসে ঠান্ডা পরিবেশে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং পানীয় গ্রহণ করছেন । বিশেষ করে শুক্রবার জুমার নামাজের দিন মানুষের উপস্থিতি অনেক বেশি থাকে। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই সেবা চালু রয়েছে। গ্রীষ্মে যতদিন তাপপ্রবাহ থাকবে, ততদিন এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”

উল্লেখ্য, ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ইসলামিক কমপ্লেক্স। এখানে একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ পৃথক ব্যবস্থায় নামাজ আদায় করতে পারেন। সারা বছরে প্রায় ২০ লাখ মানুষের পদচারণায় মুখর থাকে এই প্রতিষ্ঠান। নামাজের পাশাপাশি শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, যুব উন্নয়নসহ নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে মসজিদটি।

ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ৫০ বছরের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী

লন্ডনে মঞ্চস্থ হলো নাটক ‘উই স্টেইড’

লন্ডন, ১০ জুলাই ২০২৬: হলভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির ৫০ বছরের জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন ও সাফল্যের কাহিনি নিয়ে নির্মিত নাটক ‘উই স্টেইড’ মঞ্চস্থ হয়েছে। শুক্রবার (৪ জুলাই) সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের টয়েনবি হলে মঞ্চস্থ এ নাটক দেখতে দুই শতাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ রচিত গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন ড. ক্যানান সালিহ। কমিউনিটি সংগঠন ইস্ট এন্ড কানেকশনের উদ্যোগে নাটকটি প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ করা হয়।

নাটকের কাহিনিতে ষাটের দশকে যুক্তরাজ্যে আসা এক সিলেটি বাংলাদেশির পরিবারের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানদের যুক্তরাজ্যে আনার পর ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, আবাসন সংকট, বর্ণবাদ এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিবারটি ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলে। এই পরিবারের গল্পের মধ্য দিয়ে শত শত ব্রিটিশ-বাংলাদেশি অভিবাসীর সংগ্রাম, ত্যাগ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ফুটে ওঠে।

আজকের নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না, তাদের দাদা-নানা কিংবা বাবা-মায়েরা কীভাবে এই দেশে এসে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তুলেছিলেন।

‘উই স্টেইড’-এর অর্থ শুধু ‘আমরা থেকে গেছি’ নয়। এর অর্থচ্চকঠিন প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা থেমে থাকিনি, ভয় পাইনি, হার মানিনি। বর্ণবাদ, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা নিজেদের অধিকার ও অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা শুধু টিকে থাকিনি; মর্যাদা, সততা ও আত্মসম্মানের সঙ্গে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছি। তাই ‘উই স্টেইড’ শুধু একটি নাটক নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

নাটকে বাবা চরিত্রে অভিনয় করেন জিয়াউর রহমান সাকলাইন এবং মায়ের চরিত্রে তাহিয়া। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন হাফসা ইসলাম, নাজিম, রুবায়াত, আয়ান, তাসমিয়া, তারিফ, হেলেন, এনি, এন্থনি, ইভ, আলভান, আমির, আসমাত, জারাসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ইস্ট এন্ড কানেকশনের সেক্রেটারি বদরুল আলম। নাটক শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অধ্যাপক শহীদুর রহমান, সাবেক মেয়র দরছ উল্লাহসহ আরও অনেকে। এ সময় নাটকের রচয়িতা ড. মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ নাটকটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক মেয়র সয়ফুল আলম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ, সাংবাদিক সুয়েজ মিয়া এবং সাবেক কাউন্সিলর আইয়ুব করম আলীসহ বিশিষ্টজন ।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল লটারি ফান্ডের অর্থায়নে ইস্ট এন্ড কানেকশন ‘স্টোরিজ অব স্ট্রাগলস অ্যান্ড স্ট্রাইডস’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় ‘উই স্টেইড’ নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছে। একই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের আন্দোলন-সংগ্রাম, বর্ণবাদবিরোধী লড়াই এবং কমিউনিটি গঠনের ইতিহাস নিয়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশের আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে অক্টোপাস এনার্জির চমক

১০ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ গ্যাস বিল মওকুফ

দেশ রিপোর্ট, ৯ জুলাই ২০২৬: যুক্তরাজ্যের জ্বালানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অক্টোপাস এনার্জি ‘জিরো বিলস’ নামে একটি বিশেষ ট্যারিফ চালু করেছে, যার আওতায় নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী বাড়ির বাসিন্দাদের মাসিক বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিল মওকুফ হয়ে যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের মাধ্যমে যোগ্য বাড়ির বাসিন্দারা কমপক্ষে ৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কোনো জ্বালানি বিল পরিশোধ ছাড়াই বসবাসের সুযোগ পাবেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ‘জিরো বিলস’ গ্যারান্টি ব্যক্তির নয়, বরং বাড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে । ফলে গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যদি বাড়িটি বিক্রি করা হয়, তাহলে নতুন মালিকও অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত একই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

অক্টোপাস এনার্জির এই প্রকল্প মূলত এমন আধুনিক ও উচ্চ-জ্বালানি-দক্ষ বাড়িগুলোর জন্য প্রযোজ্য, যেখানে সৌরবিদ্যুৎ, ব্যাটারি স্টোরেজ এবং স্মার্ট এনার্জি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এর ফলে বাড়িটি নিজেই প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের বড় অংশ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়, যা বাসিন্দাদের জ্বালানি বিল শূন্যে নামিয়ে আনতে সহায়তা করে।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 16 | 10 - 16 July 2026

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

যুক্তরাজ্যে স্কুলে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ

দেশ রিপোর্ট, ১০ জুলাই ২০২৬: যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলোতে সোমবার (২৯ জুন) থেকে স্মার্টফোন ব্যবহারে নতুন আইন কার্যকর হয়েছে। নতুন আইনের আওতায় প্রতিটি স্কুল ও শিক্ষা ট্রাস্টকে নিশ্চিত করতে হবে যে, স্কুল চলাকালীন পুরো সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকবে 'ফোন-মুক্ত' এটি ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থেকে আলাদা একটি আইন । সরকারের ভাষ্য, স্কুলগুলো আগে থেকেই যে নিয়ম অনুসরণ করছে, এবার সেটিকেই আইনি বাধ্যবাধকতায় পরিণত করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা কি ফোন স্কুলে নিতে পারবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাঁ । তবে ফোন ব্যবহার করা যাবে না। অনেক স্কুল শিক্ষার্থীকে ফোন সঙ্গে আনতে দেয়া হবে, কিন্তু শর্ত হলো ফোন ব্যবহার করা যাবে না, দেখা যাবে না এবং কোনো শব্দও করা যাবে না।

স্কুলে ফোন কোথায় রাখা হবে?

এ বিষয়ে প্রতিটি স্কুল নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করবে। যেমন- কেউ ফোন লকারে জমা রাখবে। কোথাও বিশেষ সিল করা পাউচে ফোন রাখা হবে। কিছু স্কুলে শুধু সাধারণ 'ডাম্ব ফোন' (যেগুলো দিয়ে শুধু কল ও এসএমএস করা যায়) ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। কিছু স্কুলে ম্যাগনেটিক লকযুক্ত বিশেষ পাউচ ব্যবহার করা হবে। তবে যেসব শিক্ষার্থীর চিকিৎসাজনিত কারণে (যেমন ইনসুলিন পাম্প নিয়ন্ত্রণের জন্য) ফোন প্রয়োজন, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

কেন এই সিদ্ধান্ত?

সরকারের মতে, স্কুলে স্মার্টফোনের ব্যবহার কমালে-শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাড়বে । বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ

বাংলাদেশির ১৫ বছর কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ ক্রাউন কোর্টে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক যুবককে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০ বছর বয়সী দণ্ডপ্রাপ্ত ওই যুবকের নাম তারেক মিয়া। তিনি ১২ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী এক মেয়েশিশুকে ধর্ষণ ও ৯ বছর বয়সী আরেক শিশুকে অনলাইনে গ্রুমিং করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আদালত জানিয়েছেন, তারেক এখনো মেয়েশিশুদের জন্য 'অত্যন্ত উচ্চঝুঁকি' তৈরি করছেন।

গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার ডেইলি মেইল জানিয়েছে, তারেক মিয়া তিন বছর বয়সে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

১ কোটি পাউন্ড ট্যাক্স দিলেন রাজা

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস ১ কোটি ২৯ লাখ পাউন্ডের বেশি আয়কর পরিশোধ করেছেন। এই পরিমাণ কর দিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যের শীর্ষ ১০০ করদাতার তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।

রাজপরিবারের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে শুক্রবার (২৬ জুন) বিবিসির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ ইতিহাসে তিনিই প্রথম রাজা যিনি নিজের কর পরিশোধের তথ্য স্বেচ্ছায় প্রকাশ করেছেন।

একই সময়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব ওয়েলস উইলিয়াম ৭৭ লাখ ৬০ হাজার পাউন্ড আয়কর ও মূলধনী মুনাফা কর দিয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, বাকিংহাম প্যালেসের সংস্কার কাজ শেষ হলেও রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলা সেখানে উঠবেন না। তারা আগের মতোই ক্লারেন্স হাউসেই থাকবেন।

সরকারি অর্থায়নে চলা -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

নেতানিয়াহুর ওপর নিষেধাজ্ঞা দাবী বৃটিশ এমপিদের

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

ইকোনমিস্টের মূল্যায়ন

ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহর

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : প্রতিবছরের মতো এবারও বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচক প্রকাশ করেছে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। বিশ্বের ১৭৩টি শহরের ওপর পরিচালিত এই জরিপে টানা দ্বিতীয় মতো বিশ্বের সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরগুলোর একটি হিসেবে স্থান পেয়েছে ঢাকা।

গত বছরের মতো এবারও তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানীর অবস্থান ১৭১তম।

ইআইইউর 'গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্স ২০২৬'-এ দেখা গেছে, ঢাকার মোট স্কোর ৪২। ঢাকার নিচে রয়েছে শুধু ত্রিপোলি ও দামেস্ক। তালিকায় ত্রিপোলির অবস্থান ১৭২তম এবং দামেস্ক রয়েছে সর্বশেষ ১৭৩তম স্থানে।

মূলত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ (এইচআর) বিভাগকে সহায়তা এবং প্রবাসী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণে এই সূচক প্রকাশ করে ইআইইউ। ইআইইউ শহরগুলোর বাসযোগ্যতা মূল্যায়নে পাঁচটি সূচক বিবেচনায় নিয়েছে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক বছর ধরেই বাসযোগ্যতার সূচকে ধারাবাহিকভাবে তলানির দিকে রয়েছে ঢাকা। এবার বিশ্বের সবচেয়ে বাসযোগ্য শহরের স্বীকৃতি পেয়েছে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন।

টানা দ্বিতীয়বারের মতো শীর্ষস্থান ধরে রাখা শহরটির মোট স্কোর ৯৮। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন। উত্তর আমেরিকার একমাত্র শহর হিসেবে কানাডার ভ্যাংকুভার নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যদিকে

বিশ্বের বৃহৎ মহানগরগুলোর মধ্যে জাপানের টোকিও একমাত্র শহর, যা শীর্ষ দশে রয়েছে। ইআইইউর মতে, যানজট, জনঘনত্ব ও অপরাধপ্রবণতার মতো কারণে বড় শহরগুলোর বাসযোগ্যতার স্কোর সাধারণত কমে যায়।

২০১৩ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরের অবস্থান ধরে রেখেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। শহরটির স্কোর ৩১.৬। এর ঠিক ওপরে, ১৭২তম অবস্থানে রয়েছে লিবিয়ার ত্রিপোলি। ৪১.৭ স্কোর নিয়ে ১৭১তম অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। আর পাকিস্তানের করাচি রয়েছে ১৭০তম স্থানে।

সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি শহরের র্যাংকিংয়ে। ইরানি ড্রোন হামলার পর ওমানের রাজধানী মাস্কাট ১৪ ধাপ পিছিয়ে ১২৩তম স্থানে নেমে গেছে। একইভাবে কাতারের দোহা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই এবং আবুধাবির অবস্থানও কয়েক ধাপ নিচে নেমেছে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, এ বছর এশিয়ার শহরগুলোর সামগ্রিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে চীন ও জাপানের বিভিন্ন শহরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কারণে এশিয়ার গড় স্কোর ০.৩ পয়েন্ট বেড়েছে। বর্তমানে এশিয়ার ৫৮টি শহরের গড় স্কোর দাঁড়িয়েছে ৭৩.৯, যা পূর্ব ইউরোপের গড় স্কোরের চেয়েও বেশি। তবে ঢাকার মতো 'সবচেয়ে অনুন্নত শহরগুলোর' ধারাবাহিক কম স্কোর এশিয়ার সামগ্রিক গড়কে নিচের দিকে টেনে ধরেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি বিনিয়োগের কারণে চীনের শহরগুলো স্বাস্থ্যসেবা খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। দেশটি এমন একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যাতে প্রতিটি নাগরিক ১৫ মিনিট হাঁটার দূরত্বের মধ্যেই চিকিৎসাসেবা পেতে পারেন। তবে কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা, পরিবেশগত সমস্যা এবং গণতান্ত্রিক ঘাটতির কারণে চীনের শহরগুলোর সামগ্রিক বাসযোগ্যতার র্যাংকিং প্রত্যাশিত হারে উন্নতি করতে পারেনি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় পাঁচ শহর হলো ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন, ভিয়েনা, মেলবোর্ন, সিডনি ও জুরিখ। এই তালিকায় ইউরোপের শহরগুলোর আধিপত্যের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স প্রতিফলিত হয়েছে।

টানা দুই বছর ধরে তালিকার শীর্ষে আছে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। শহরটি স্থিতিশীলতা, শিক্ষা ও অবকাঠামোয় ১০০ তে ১০০ পেয়েছে। পাশাপাশি, সংস্কৃতি ও পরিবেশ স্কোরেও ওপরের দিকেই ছিল এই শহরটির অবস্থান। তালিকার তলানিতে থাকা শহরগুলো হলো তেহরান, হারারে, কিয়েভ, পোর্ট মোর্সবি, লাগোস, আলজিয়ার্স, করাচি, ঢাকা, ত্রিপোলি ও দামেস্ক। প্রতিবেদনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভও বাসযোগ্যতার সূচকে ঢাকার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে।

সূত্র : রয়টার্স

স্নাতক পর্যন্ত নারীশিক্ষা ফ্রি করতে চান প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : মেয়েদের স্নাতক (অনার্স) পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক করার পাশাপাশি ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (৮ জুলাই) বিকালে জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সংসদ সদস্য হেলেন জেরিন খানের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিএনপি সরকার নারীশিক্ষার পাশাপাশি নারী এম্পাওয়ারমেন্ট অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবেও যাতে তারা শক্তিশালী হতে পারে, সেজন্য ফ্যামিলি কার্ড চালু করেছেন। আমরা একই সঙ্গে আরেকটি

পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যেটি খালেদা জিয়া সরকার মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইন্টারমিডিয়েট (এইচএসসি) পর্যন্ত ফ্রি করেছিলেন। আমরা এবার ডিগ্রি বা অনার্স পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা ফ্রি করতে চাই।

তিনি আরও বলেন, আজকে আমাদের সঙ্গে গ্যালারিতে অনেক নারী শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে। তারাও সরাসরি এ সংসদ অধিবেশনটি দেখছে। আমরা অনার্স পর্যন্ত যে নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ফ্রি করব। তাদের মধ্যে যারা ভালো রেজালট করবে, তাদেরকে আমরা স্কলারশিপ দিতে চাই।

নারী আসনের সংসদ সদস্য শাম্মী আক্তারের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদেরকে স্কুল ড্রেস দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। একই সঙ্গে আমরা তাদেরকে স্কুল ব্যাগও দেব। আমি এখানে সব সংসদ সদস্যকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, আমরা পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশের সরকারি প্রায় ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় আছে। ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় এক কোটি ২০ লাখের মতো বাচ্চা আছে। আমরা পর্যায়ক্রমে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত সব বাচ্চাদের কাছেই পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

জুলাইযোদ্ধা হতে করা আবেদনের ২০০ ভুয়া

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : জুলাইযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে তিন হাজারের বেশি নতুন আবেদন পড়েছিল। এর মধ্যে প্রায় দুই হাজার ৪০০ আবেদন পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) মাধ্যমে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। মাঠ পর্যায়ে আবেদনগুলো যাচাই করে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে এ দুই সংস্থা। ১ হাজার ৫৯০ আবেদনকারী জুলাই অভ্যুত্থানে আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উঠে আসে। তাদের জুলাইযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে দুই শতাধিক আবেদনকারীর তথ্য পুরোপুরি ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এদিকে, নতুনভাবে আবেদনকারীদের মধ্যে আরও ছয়শ জনের তথ্যে অমিল, একই ব্যক্তির একাধিক আবেদন, শহীদ হলেও আহত হিসেবে পুনরায় পরিবারের সদস্যদের আবেদনসহ নানা অসংগতি পাওয়া গেছে।

এ পর্যন্ত তিনটি ক্যাটেগরিতে গেজেটভুক্ত জুলাইযোদ্ধার সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৭০। দুই সংস্থার তদন্ত শেষে ১ হাজার ৫৯০ জন গেজেটভুক্ত হলে জুলাইযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ হাজার ৯৬০-এ। তবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, এখনও অনেকের আবেদন পাওয়া যাচ্ছে। যাচাই শেষে তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেলে তারাও জুলাইযোদ্ধা হিসেবে নথিভুক্ত হবেন। এ ছাড়া কেউ অসত্য তথ্য দিয়ে গেজেটভুক্ত হয়েছেন–এমন তথ্য পাওয়া গেলে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় বলছে, এর আগে গেজেট প্রকাশ হলে তালিকায় থাকা কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ১৩ জন শহীদ ও ২১৯ জন আহত 'জুলাইযোদ্ধা'র নাম গেজেট থেকে বাতিল করা হয়। নতুন করে এমন বিতর্ক এড়াতেই আবেদনকারীদের তথ্য গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের শুরুর দিকে 'জুলাই শহীদ ও আহত জুলাইযোদ্ধা'দের গেজেট প্রকাশের পর নতুন করে অনেকেই আহত 'জুলাইযোদ্ধা' দাবি করে আবেদন করেন। বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরে আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ২ হাজার ৩৮৮ জনের আবেদনের তথ্য মাঠ পর্যায়ে যাচাই করেছে এসবি ও পিবিআই। গত বছরের অক্টোবরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জুলাইযোদ্ধাদের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের তদন্তের অনুরোধ জানায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। নভেম্বরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গোয়েন্দা সংস্থা দুটিকে তদন্ত করে প্রতিবেদন পাঠাতে নির্দেশ দেয়। গত জুন মাসে এসব সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, গেজেট প্রকাশের পর আরও ৩ হাজার ৩১৬ জন আবেদন করেন। এর মধ্যে ২ হাজার ৩৮৮ জনের আবেদন তদন্তে পাঠানো হলে ১ হাজার ৫৯০ জনের তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ৭৮৯ জনকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (এমআইএস) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরও ২৭৬ জনের এমআইএসভুক্তির কাজ চলছে এবং ২১০ জনের যাচাই শেষ হয়েছে। সত্যতা পাওয়া বাকি আবেদনগুলোও যাচাই করা হচ্ছে। সত্যতা পাওয়া আবেদনগুলোর এমআইএস সম্পন্ন হওয়ার পর গেজেট প্রকাশ করা হবে।

তবে প্রায় ২০০ জনের আবেদন সরাসরি ভুয়া বলে তদন্তে উঠে এসেছে। বাকি প্রায় ছয়শ আবেদনের মধ্যে দুটি তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদনে অমিল, একই ব্যক্তির একাধিক আবেদন, শহীদ হয়েও আহত হিসেবে আবেদন এবং বিভিন্ন তথ্যগত অসংগতি পাওয়া গেছে। এসব আবেদন থেকে আরও একশর মতো আবেদনের সত্যতা মিলতে পারে বলে জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাইযোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হামলায় নিহতদের 'শহীদ' এবং আহতদের 'জুলাইযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে কাউকে শহীদ বা জুলাইযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা বা তার বেশি অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিশাখার যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন সমকালকে বলেন, আবেদনকারীরা সত্যিই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত হয়েছেন কিনা, তা নিশ্চিত করতেই তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। কোনো 'ভুয়া জুলাইযোদ্ধা' যেন গেজেটভুক্ত না হন, সেটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে মন্ত্রণালয়।

যেসব কারণে অনেকের আবেদন আটকে গেল

জুলাইযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত হতে গত বছর ১৭ এপ্রিল আবেদন করেন মো. নাছির উদ্দিন (৩৮)। গত শুক্রবার তিনি সমকালকে বলেন, ২০২৪ সালের ২২ জুলাই উত্তরার ৯ নম্বর সেক্টরের হাউস বিলডিং এলাকায় বাঁ হাতের কনুইয়ে টিয়ারশেল ও লাঠির আঘাতে আহত হন। পরে উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিলেও ভর্তি হননি এবং এ ঘটনায় কোনো মামলাও করেননি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদন করেছেন। কেন এখনও গেজেটভুক্ত হননি, তা তিনি জানেন না।

তবে পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কোনো ছবি বা ভিডিও নাছির দেখাতে পারেননি। শুধু ৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা হাতে একটি ছবি দেখিয়েছেন। তিনি উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার ছবি ও ওষুধের প্রেসক্রিপশন জমা দেন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নাছির ওই হাসপাতালের সহকারী প্লাম্বার হিসেবে কর্মরত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবায় অন্যান্য কর্মচারীর মতো তিনিও সহযোগিতা করেন। কিন্তু আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে আহত হয়েছেন বলে কোনো তথ্য-প্রমাণ দিতে পারেননি। এ ছাড়া হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের সংরক্ষিত নথিপত্রেও তাঁর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

আহত জুলাইযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য মো. রিফাত ইসলাম নামে আরেকজন আবেদন করেন। পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, রিফাত আহত হওয়ার ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। তিনি বাঁ হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার যে ছবি দিয়েছেন, সেটিতে মুখাবয়ব স্পষ্ট নয়। কোনো দালিলিক প্রমাণও নেই। আহত হওয়ার পর তিনি কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নেননি। আঘাত পাওয়ার ৮ থেকে ৯ দিন পর একটি ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা নেন। তবে সেই ফার্মেসিরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া প্রায় এক বছর পর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কিছু অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করান। রিফাতের বিরুদ্ধে একটি মামলায় সাজা ভোগের তথ্যও পেয়েছে পুলিশ।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, রিফাত ছাত্র আন্দোলনে আহত হয়েছেন–এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি অন্য কোনো সময় বা অন্য কোনো কারণে আহত হয়ে থাকতে পারেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, জুলাই আন্দোলনে শহীদ হন মো. আরাফাত হুসাইন। গত বছর ১৫ জানুয়ারি মন্ত্রণালয় থেকে জুলাই শহীদদের তালিকার যে গেজেট প্রকাশিত হয় সেখানে ৮২৬ নম্বরে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত। তবে আরাফাতের নামে আবারও আহত জুলাইযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন করা হয়। তদন্তে এটা স্পষ্ট হওয়ায় আবেদনটি বাতিল হয়েছে।

HAMLET ACCOUNTANTS
ACCA
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers

Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

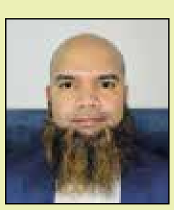

266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Islamic & English
Nikah Registered Kazi, London
ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিষ্ট্রার্ড কাজী, লন্ডন
Charity No: 125118
Madinatul Uloom Welfare Trust UK

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ

উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।

UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: **41538829**
Sort Code: **40-02-33**

লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

আল-কিবলা হজ্ব উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্ব ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।
AlQibla

কাজী মাওলানা শামছুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন
প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

প্রধানমন্ত্রী বেতনের ১০ শতাংশ গরিবদের জন্য দিচ্ছেন, মন্ত্রীদেরও দেয়ার আহ্বান

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার বাবা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মতো নিজের বেতনের একটি অংশ সরকারি কোষাগারে ফেরত দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল রাজধানীতে বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা তিনি। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও তাদের বেতনের একটি অংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, রোববার একটা মিটিং হয়েছে। একজন প্রধানমন্ত্রী, অনেক বড় প্রশ্ন। একটা দেশের প্রশাসনিক প্রধান ব্যক্তি, উনি আমাদের মিটিংয়ে কী বলেছেন জানেন? খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন- মন্ত্রী মহোদয়গণ, আমি একটা কথা বলবো আজকে, বিনয় করে বলা, আপনারা রাখতেও পারেন আমার কথাটা, নাও রাখতে পারেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমি কিন্তু হুবহু কোট করছি- রাখতেও পারেন আমার কথাটা, নাও রাখতে পারেন। তবে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, আপনাদের আমার বলা উচিত, এখন আপনাদের ইচ্ছা! যেটা বলবো, আমি এটা করছি। আমার আব্বা (জিয়াউর রহমান) প্রতি মাসে তার বেতন থেকে ১০ শতাংশ বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতেন গরিব-মিসকিন মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য বা সরকারি কোনো প্রয়োজনে খরচ করার জন্য। আমি কিন্তু বেতন নিচ্ছি, না নিয়ে চলতে পারছি না। আমার বেসিক বেতন ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা, ১০ শতাংশ হারে আমি ১১ হাজার ৫০০ টাকা প্রতি মাসে বেতন থেকে জমা দিচ্ছি। বেতন যখন অ্যাকাউন্টে আসে আমি তুলে একটা চেক দিয়ে দেই গভর্নমেন্টের অ্যাকাউন্টে। আমি আপনাদের অনুরোধ করবো, আমার আব্বা কাজটা করতেন, আমি করছি; আপনারাও যদি মনে কিছু না নেন বা যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় আপনারাও প্রতি মাসে ১০ শতাংশ

আপনাদের বেতনের টাকাটা সরকারের ঘরে ফেরত দিয়ে দেবেন।

'আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ্ বলেছি। খুশি হয়েছি যে, উনি আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচটা করেছেন।' উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

গুলশান লেকের পরিবেশ রক্ষা-সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

রাজধানীর গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ রক্ষা এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল বিকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভায় তিনি এই সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান শিপলু বলেন, গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের পরিবেশ সুরক্ষা, পানি দূষণ রোধ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা জানতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বৈঠক করেছেন। কীভাবে এই লেকের পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়, কীভাবে লেকের পানি দূষণ মুক্ত রাখা যায় এবং একটা সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ ছাড়া লেক সংশ্লিষ্ট এলাকার ভবনগুলোর বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে গুলশান-বনানী-বারিধারা-নিকেতন এলাকার ভবনগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা যাচাই এবং লেকের পানি দূষণমুক্ত রাখা, গুলশান-বনানী-বারিধারা এলাকার বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা এবং লেকের সঙ্গে সংযুক্ত খালগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখা এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং এসব বিষয়ে কার্যক্রমের সর্বশেষের অবস্থা তুলে ধরা হয়। একইসঙ্গে গুলশান-বনানী-বারিধারা-নিকেতন এলাকার পরিবেশ রক্ষায় স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এসটিপি) স্থাপনের বিষয়টিও আলোচনা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা লেকের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়ার কথাও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। কড়াইল বস্তির বর্জ্য যাতে সরাসরি লেকে না পড়ে, সে জন্য কী কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া যায়, সে বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

খামেনির জানাজা শেষে খাবার বিতরণ করলেন পাটওয়ারী

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা ও শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে এই দৃশ্য দেখা যায়।

এতে দেখা যায়, ইরানের পবিত্র শহর কোমের একটি সড়কে বড় একটি বাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। বাকেটটিতে ছোট ছোট প্যাকেটে বেশ কিছু খাবার ছিল, যেটি জানাজায় অংশগ্রহণকারী নারী, পুরুষ ও শিশুদের মাঝে নিজ হাতে বিতরণ করছিলেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত সাধারণ মানুষ তাকে ঘিরে ধরে খাবার গ্রহণ করেন, তবে প্যাকেটে কী ধরনের খাবার ছিল তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানা যায়, খামেনির মরদেহ আজ পবিত্র শহর কোমে পৌঁছেছে। টানা তৃতীয় দিনের মতো শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় নেমেছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। আজ কোমে আরেকটি জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আগামীকাল মরদেহ ইরাকের নজফে ইমাম আলী (আ.)-এর মাজার এবং কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.) ও হযরত আব্বাসের মাজারে নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর মাশহাদে তাকে দাফন করা হবে।

এর আগে, গত ৩ জুলাই আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় অংশ নিতে ইরানে পৌঁছান তিনি।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice
TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
ClearBooks
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
■ পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
■ ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
■ লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
■ সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
■ রাইট টু বাই সুবিধা
Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
Barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH
USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (অ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনরাত ২৪ ঘন্টা দেশের যে কোনো ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ অন করুন www.barakah.info
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487
Barakah Money Transfer
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
TAKA RATE LINE:
020 7247 0800
SEND MONEY 24/7 USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

ইউপি নির্বাচনের তফসিল আগস্টে, ভোট অক্টোবরে

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে তফসিল ঘোষণা করে অক্টোবরের প্রথমার্ধে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। এরপর পর্যায়ক্রমে পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন নির্বাচন করার চিন্তা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনও (ইসি) ইউপি নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইসি সূত্রের বরাত দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে প্রাথমিক পথরেখা প্রণয়ন করেছে ইসি। ইউপি, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনের জন্য পৃথক রোডম্যাপ করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষ দিকে এগুলো চূড়ান্ত করে প্রকাশ করা যেতে পারে।

জাহেদ উর রহমান জানান, আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে তফসিল ঘোষণা করে অক্টোবরের প্রথমার্ধে ইউপি নির্বাচন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আর নির্বাচন শুরু হওয়ার পর ১০ থেকে ১২ মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

ইসি ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, স্থানীয় সরকারের প্রায় সব স্তরেই এখন নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। এ কারণে একসঙ্গে সব নির্বাচন না করে ধাপে ধাপে ভোট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে সীমানা নির্ধারণ, আইন ও বিধিমালা সংশোধন, আচরণবিধি চূড়ান্ত এবং সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের ওপর চূড়ান্ত সময়সূচি নির্ভর করবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও। তিনি গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ধাপে ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ইউপি নির্বাচনের জন্য তাঁদের প্রস্তুতি রয়েছে। কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে, সেই তথ্য জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনে বলা আছে, কোনো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পরিষদের প্রথম সভা থেকে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ১৮০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের ২১ জুন। ওই দিন প্রথম ধাপে ২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট হয়।

এই ২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার। এসব ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, বিগত সরকারের মতো বর্তমান সরকারও কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করবে।

এদিকে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বার্তা সংস্থা বাসসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, প্রায় সাড়ে চার হাজারের বেশি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন উপলক্ষে আইন, বিধিমালা ও আচরণবিধি সংশোধনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আচরণবিধির খসড়া ইতিমধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের মতামত যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনের পর আচরণবিধি চূড়ান্ত করা হবে।

নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ গত সোমবার এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের অনেক বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। সীমানা নির্ধারণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত। তাই সরকারের সঙ্গে লিখিত-অলিখিত আলোচনা ছাড়া ইসির পক্ষে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া সংগত হবে না। তবে ইসি অক্টোবরকে সামনে রেখে কাজ এগিয়ে নিচ্ছে।

একই অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সব ধরনের প্রাক্-প্রস্তুতি কমিশন নিয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ স্থানীয় সরকার বিভাগ করে থাকে। এটি যাতে দ্রুত হয়, সে জন্য ইসি সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

LORD & SOLOMON
CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS
We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request
গ্রেপ্তার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।
• 24 Hour Police Station Attendance
• Magistrates Court Representation
• Crown Court Trials
Emergency line: +44 7365535760
Email: general@lordandsolomon.com

LS Londonium Solicitors
আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
Mobile: 07438 163 373
PRACTICE AREAS:
- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health
LEGAL AID SERVICES:
- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt

Emdadul Hussain Forhad
Legal Consultant at Londonium Solicitors
Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)
BPC, LLM - University of Law
LLM in Commercial Law - UWE Bristol
LLB(Hons) - BPP University
07438 163 373
020 7377 5055
forhad@londoniumsolicitors.co.uk
www.londoniumsolicitors.co.uk
Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG

আকস্মিক মহড়ায় মানিকগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ জুলাই : সকাল ৯টা ২০ মিনিট। মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার জামির্তা ইউনিয়নের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের অধীন ৮ বীর-এর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ এলাকায় আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিস্তীর্ণ এলাকার কিছু অংশ পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেন। সিংগাইরের প্রধানমন্ত্রীর আগমনের খবর তখনো জানতেন না স্থানীয় বিএনপি তথা সিংগাইর উপজেলার মানুষ। এরপর যখন এলাকাবাসী শুনতে পান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সিংগাইরের মাটিতে পদার্পণ করেছেন তাৎক্ষণিক অসংখ্য মানুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। অনেকে স্লোগান দিতে থাকেন মানিকগঞ্জের মাটি তারেক রহমানের ঘাঁটি, সিংগাইরের মাটি তারেক রহমানের ঘাঁটি, তারেক রহমানের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন মহড়া পরিদর্শন করেছেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ এলাকায় স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মাঠপর্যায়ের সেনাসদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালেন। মহড়া চলাকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান 'ফার্ম বেস'-এর বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ও ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারের (সিও) কাছ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কৌশলগত প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি একজন কমান্ডারের মৌখিক অপারেশনাল নির্দেশনা (ঠবৎনধষ ড়ৎফবৎ) মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সেনাসদস্যদের পরিচালিত একটি 'রেইড' (জধরফ) মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। এ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা সদস্যদের অবস্থান গ্রহণ, রণকৌশল, সমরাস্ত্রের ব্যবহার এবং বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী।

সেনা বাঙ্কারে নেমে মহড়ায় অংশগ্রহণকারী অফিসার ও সেনাসদস্যদের সঙ্গে রণকৌশল নিয়ে মতবিনিময় করেন। এমনকি গাছের পাতার আড়ালে ছদ্মবেশে অবস্থানরত সেনা সদস্যদের কাছে গিয়েও তাদের খোঁজখবর নেন এবং দায়িত্ব পালনে উৎসাহ প্রদান করেন। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত রান্না করা খাবার গ্রহণ করেন এবং তাদের সঙ্গে চা পান করেন। মাঠপর্যায়ে সেনাসদস্যদের সঙ্গে সরকারপ্রধান সময় কাটানোয় উপস্থিত সেনাসদস্যরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। পরে সেনাসদস্যদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, দেশের জনগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর গভীর আস্থা রাখে। জাতীয় সংকট ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর গৌরবময় ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি পেশাদার প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও সর্বোচ্চ প্রস্তুতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিক এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

টক অব দ্য মানিকগঞ্জ:

এদিকে এই প্রথমবারের মতো মানিকগঞ্জের সিংগাইরে তারেক রহমানের পদার্পণকে ঘিরে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীসহ উপজেলাবাসীর মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করে। সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে তারেক রহমানকে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন দলীয় নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ এলাকা সংরক্ষিত হওয়ায় নেতৃবৃন্দ রাস্তার ধারে অবস্থান নেন। কখন প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখবেন সে অপেক্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অসংখ্য মানুষ। তারেক রহমানের আগমন তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অর্থাৎ নেট দুনিয়ায় চাউর হয়ে পড়ে। সকাল থেকে দিনভর সিংগাইর উপজেলার অলিগলি, রাস্তাঘাট, পাড়া-মহল্লা, চায়ের দোকান থেকে শুরু করেই সর্বত্রই আলোচনা ছিল তারেক রহমানের সিংগাইর আগমনকে ঘিরে।

চীনে যাচ্ছে বাংলাদেশি কাঁঠাল

ঢাকা ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : চীনে কাঁঠাল রপ্তানি করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি জানান, চীনে বাংলাদেশি কাঁঠাল খুব জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক সফরে দেশটিতে কাঁঠাল রপ্তানিতে চুক্তি হয়েছে।

বুধবার সংসদে ময়মনসিংহ-৬ আসনের জামায়াতে ইসলামীর এমপি কামরুল হাসান মিলনের সম্পূরক প্রশ্নে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠকে কামরুল হাসান প্রশ্নে বলেছেন, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় প্রচুর লেবু, আনারস এবং কাঁঠাল উৎপাদন হয়। বড় বাজার রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি সেখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা যায়।

গত মাসে মালয়েশিয়া ও চীন সফর করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সফরে অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে আমি চীন সফরে দেশটির সঙ্গে চুক্তি সই করেছিল। আমাদের দেশের যে কাঁঠাল এটি অত্যন্ত পপুলার। চীনের মানুষ তারা খুব পছন্দ করে কাঁঠাল। বাংলাদেশ থেকে ইনশআল্লাহ তাদের কাছে আমরা কাঁঠাল রপ্তানি করব।

প্রধানমন্ত্রী জানান, চীনের আগে মালয়েশিয়া সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, মালয় ফল ডোরিয়ান দেখতে অনেকটা কাঁঠালের মতো। কাঁঠাল জাতীয় ফল। মালয়েশিয়া প্রতিবছর চীনে বছরে এক বিলিয়ন ডলারের ডোরিয়ান রপ্তানি করে। মালয়েশিয়া যদি পারে, নিশ্চয় ইনশআল্লাহ আমরা কাঁঠালও রপ্তানি করতে পারব। ইনশআল্লাহ বড় একটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবো।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী জানান, ফুলবাড়িয়ায় আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণে শিল্প করা হয়েছিল। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগ রয়েছে সরকারের।

ব্রাইটনে বাংলাদেশিদের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ জুন বুধবার দুপুর ১টায় ব্রাইটনের পোসলেট স্পোর্টস সেন্টারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষ একত্রিত হন।

আয়োজকেরা জানান, অনুষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য ছিল প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় করা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ সিটি কাউন্সিলের সাবেক মেয়র ও লেবার পার্টির কাউন্সিলর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান আহমেদ, কমিউনিটি নেতা, লেখক ও সাংবাদিক মহিউজ্জামান মহী এবং ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সিনিয়র সহসভাপতি ইমদাদুন খানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিজানুর রহমান, তাপস ভূঁইয়া, কাকন, মলিন, সুপ্ত, পারভেজ, আরিফ ও শারমিন। উপস্থাপনার দাযি়ত্বে ছিলেন তাপস ভূঁইয়া।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন যুক্তরাজ্যের পরিচিত শিল্পী দেলোয়ার হোসেন দিলু। এছাড়া গান পরিবেশন করেন তাপস, সানোয়ার, শারমিন, আমিনা, শান্ত, শিউলি ও রায়হান শিকদার। শিশু শিল্পী এমরিন মাইকেল জ্যাকসনের একটি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে।

কবিতা আবৃত্তি করেন মিজানুর রহমান ও জুয়েল আহমেদ। নৃত্য পরিবেশন করেন সোনাইরা ও সোবানা। অনুষ্ঠানে শিশুদের ‘যেমন খুশি তেমন সাজো’ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় সোনাইরা, দ্বিতীয় আদিব ভূঁইয়া এবং তৃতীয় আয়রা। মহিলাদের ‘মিউজিক্যাল পিলো’ প্রতিযোগিতায় প্রথম হন আফরোজা আক্তার শিমু, দ্বিতীয় রোমানা আফরিন আলি এবং তৃতীয় শামিমা আক্তার পলি। এছাড়া রাফেল ড্রয়ের বিজয়ীদের মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগে আনা ঘরোয়া খাবারের আয়োজন। অংশগ্রহণকারীরা লেম্ব বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, হালিম, চটপটি, কেক, মিষ্টান্ন ও বিভিন্ন ফলসহ নানা ধরনের খাবার ভাগাভাগি করে উপভোগ করেন।

আয়োজকেরা বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখার এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী ও নতুন কমিটি গঠিত

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও ২০২৬-২৭ সেশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ১৫ জুন সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি সেন্টারে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী কাওসার হোসেন কুরেশির সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন ও ট্রেজারার মু. আব্দুল আলীর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য ছরওয়ারদি হাসান।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল মুমিন জাহেদী ক্যারল, মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, রাজু মোহাম্মদ শিবলি ও বদরুজ্জামান বাবুল। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল লাইভ নাশীদ পরিবেশনা। ‘মুসাফির নাশীদ গ্রুপ’ লন্ডনের শিল্পীরা ইসলামী সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

সভায় ২০২৬-২০২৭ সেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে কাওসার হোসেন কুরেশি, সহ-সভাপতি হিসেবে নজরুল ইসলাম বাবুল, মাওলানা আখলাকুল আম্বিয়া, আব্দুল আলিম মিলাদ ও মো. আব্দুস শাকুর নির্বাচিত হন। সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন এবং সহ-সেক্রেটারি হিসেবে মুজিবুর রহমান, মতছিন আলী, আমিনুল ইসলাম মাহমুদ ও নাজমুল হোসেন বুলবুল দায়িত্ব পান।

কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মু. আব্দুল আলী এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ হিসেবে খাইরুল আমিন ও সেবুল আহমেদ দায়িত্ব পালন করবেন। সংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ জাকারিয়া, এম এম নাসির উদ্দিন, ফয়েজ আহমদ ও হাবিবুর রহমান। সহ-সংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন জুনায়েদ আহমদ। এছাড়া প্রচার, ক্রীড়া, অফিস, সমাজসেবা, সংস্কৃতি, ইভেন্ট ও শিক্ষা সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়।

কমিটির সম্মানিত সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নামও সভায় প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সাত সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরে গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে অতিথি ও উপস্থিত সদস্যদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

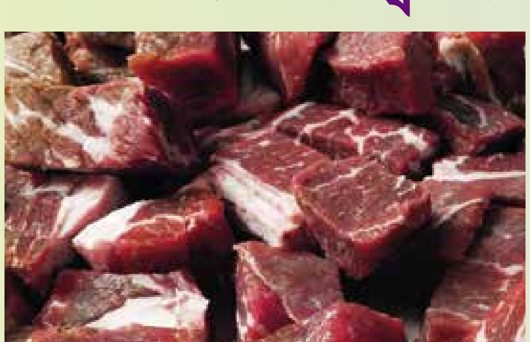

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT

Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে কটূক্তি

ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটন জরুরি

চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মত্যাগের ঘটনা এখনো এ দেশের মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। স্বজন হারানো পরিবারগুলোর চোখ আজও অশ্রুসজল, আহতদের ক্ষত এখনো শুকায়নি। এমন একটি সংবেদনশীল সময়ে, যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় জুলাই আন্দোলনের মূল চেতনার ধারক শক্তি বিদ্যমান, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে কিছু ব্যক্তির অবমাননাকর মন্তব্য পরিস্থিতিকে নতুন করে ঘোলাটে করে তুলছে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের অপতৎপরতা যে কেবল সাধারণ মানুষকে আহত বা ক্ষুব্ধ করছে তা-ই নয়, এটি জুলাইয়ের বীর শহীদ ও আহতদের নজিরবিহীন ত্যাগের প্রতি ধৃষ্টতাও বটে। ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানকে সাজানো ঘটনা হিসাবে প্রমাণের অপচেষ্টায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়াও হচ্ছে, যা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের আলো-বাতাস গ্রহণ করে জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে এ ধরনের নোংরামি ও স্পর্ধা কোনোভাবেই বরদাশত করার সুযোগ নেই।

উদ্বেগের বিষয় হলো, জুলাই নিয়ে এমন প্রকাশ্য কটূক্তি ও উসকানিমূলক অপপ্রচারের পরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা বা কঠোর পদক্ষেপের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কটূক্তিকারী অন্তত ৯ জনের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় দুটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হলেও এর তদন্ত প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিক ধীরগতির জালে আটকে আছে। জুলাই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান। সেই আন্দোলনের চেতনাকে যারা আঘাত করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যদি পুলিশকে দীর্ঘ প্রক্রিয়া কিংবা 'উচ্চপর্যায়ের গ্রিন সিগন্যালের' অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে তা চব্বিশের চেতনাকেই দুর্বল করে তোলে। এমন বাস্তবতায় এই গড়িমসি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এই অস্থিরতা ও জনক্ষোভ প্রশমন করতে হলে সরকারকে অবিলম্বে কঠোর ও আপসহীন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ফাইল চালাচালির সংস্কৃতি ভেঙে অনতিবিলম্বে ডিএমপির ডিবি সাইবার বিভাগকে বিষয়টির নিখুঁত ও দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন বলে বিশ্লেষকরা অভিমত দিচ্ছেন, যা যৌক্তিক। এছাড়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যারা সুপরিকল্পিতভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে, তাদেরও দ্রুততম সময়ে আইনি প্রক্রিয়ার ভেতর আনা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের বক্তব্য অনুযায়ী, যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে মানবতাবিরোধী অপরাধের সহযোগী বা উসকানিদাতা হিসাবে এই অপপ্রচারকারীদেরও ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো প্রয়োজন।

আমরা মনে করি, অপরাধীদের এই বার্তাটুকু স্পষ্টভাবে দেওয়া দরকার যে, বাক্স্বাধীনতার আড়ালে হাজারো শহীদের আত্মত্যাগকে খাটো করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। ভুলে গেলে চলবে না, জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার পণ্য নয়, এটি আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রতীক। স্বজনহারাদের চোখের পানি শুকানোর আগেই যারা এই আত্মত্যাগীদের প্রশ্নবিদ্ধ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, ইতিহাস তাদের কখনোই ক্ষমা করবে না। সরকার কোনো প্রকার শৈথিল্য না দেখিয়ে দ্রুততম সময়ে এই অপপ্রচারকারী ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের মুখোশ উন্মোচন করবে এবং শহীদদের রক্তের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবে-এটাই দেশবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

কেমন চলছে জাতীয় সংসদ

মহিউদ্দিন আহমদ

সরকারের বয়স চার মাস। এর মধ্যে জাতীয় সংসদের দুটো অধিবেশন হয়ে গেল। সাম্প্রতিক বাজেট অধিবেশনটি ছিল বেশ লম্বা। তবে আলোচনা সব সময় বাজেটকেন্দ্রিক থাকেনি। রাজনৈতিক কথাবার্তা ও বিতর্ক আলোচনার বেশির ভাগ অংশ দখল করে রেখেছিল।

বাজেট কী? এটি হলো এক বছরের আয় ও ব্যয়ের একটি আগাম পরিকল্পনা। এখানে অনেক সংখ্যার ব্যবহার আছে। তবে সংখ্যার পেছনে কিছু যুক্তি ও কল্পনা থাকে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, এটির বড়ই অভাব। অর্থনীতির ছাত্ররা বাজেট নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাদের ভাষায় এটি হলো 'পাবলিক ফাইন্যান্স'। সবাই তো আর অর্থনীতির ছাত্র নন। তাই বলে এটি কি জনজীবনে প্রাসঙ্গিক নয়?

আমরা যারা পরিবার চালাই, আমাদের মধ্যে যাদের ব্যবসা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, আছে নানা সংগঠনের নামে কর্মকাণ্ড, আমাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব কষতে হয়। একটা দোকান দিতে, পত্রিকা চালাতে বা বাড়ি বানাতেও বাজেটের দরকার হয়। সুতরাং এটিকে অর্থনীতি শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের একচেটিয়া অধিকার হিসাবে দেখার জো নেই। সবাই এ নিয়ে কথা বলতে পারেন।

কেমন হলো বাজেট? এ নিয়ে সংসদে আমরা একাডেমিক বিতর্ক তেমন দেখিনি। কিছু গৎবাঁধা কথাবার্তা হয়েছে। সংসদের সব সদস্য এটি পড়ে দেখেছেন কি না বোঝা মুশকিল। তাদের কথাবার্তায় বাজেট পাঠের তেমন প্রতিফলন দেখা যায়নি। বাজেট বুঝতে হলে ন্যূনতম কিছু বিদ্যা লাগে। আর লাগে জানা ও শেখার আগ্রহ।

বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সরকারি দল আর বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে যেসব বিষয়ে বাহাস হয়েছে, তার বেশির ভাগই ছিল রাজনৈতিক। সেসব পুরোনো কথাবার্তা। অমুক দল স্বাধীনতাবিরোধী, তমুক দল স্বাধীনতাবিরোধীদের মন্ত্রী বানিয়েছিল ইত্যাদি। বাজেট ছিল ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য। অনেক সদস্য ১৯৭১ সালের কাসুন্দি ঘাঁটায় বেশি আগ্রহী ছিলেন। তারপরও একাত্তর নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক হয়নি। কটাক্ষ, ব্যক্তি আক্রমণ ও দোষারোপের প্রবণতাই দেখা গেছে বেশি। এসব দেখে ও শুনে মনে হয়, অনেক সংসদ-সদস্য এখনো সাবালক হননি। অবশ্য এটাও ঠিক, বেশির ভাগ সদস্য সংসদে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অনভিজ্ঞ আচরণ, বাচালতা, পরিমিতিবোধের অভাব। আশা করি, তারা শিগ্‌গির পারঙ্গম হয়ে উঠবেন।

আমরা দীর্ঘকাল দেশে দ্বিদলীয় রাজনীতির চর্চা দেখেছি। দুটি দল পালা করে দেশ পরিচালনা করেছে। এর শুরু ১৯৯১ সালে। শেষ ২০১৪ সালে। এ সময় আমরা সংসদে দেখেছি সাংঘর্ষিক রাজনীতি। সরকারি দল কারণে-অকারণে বিরোধী দলের ওপর চড়াও হয়েছে। তাদের কথাবার্তায় মনে হতো, বিরোধিতা করাটাই পাপ! আর বিরোধী দল সরকারি দলের সবকিছুতেই 'না' বলত। 'না' বলতে না পারলে আবার কীসের বিরোধী দল! ফলে একটা মারমার-কাটকাট অবস্থা চলেছিল। এর মধ্যেই চলছিল যখন-তখন ওয়াকআউট আর লাগাতার অধিবেশন বর্জন। কখনো কখনো গণহারে পদত্যাগ। সংসদ হয়ে উঠেছিল অকার্যকর। আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

এর মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে। ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমরা একটি 'সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' দেখা পাই। এটিকে আমরা বলি এক-এগারোর সরকার। ওই সময় রাজনীতিতে কিছু ওলটপালট হয়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। দুবছর পর দেশ আবার আগের নিয়মে ফিরে আসে। অনেকেই ভেবেছিলেন, রাজনীতিকরা এক-এগারো থেকে কিছু শিক্ষা নেবেন। সেটি দেখা যায়নি। আগের মতোই চলতে থাকে সাংঘর্ষিক রাজনীতি। ২০১৪ সালের পর দেশে চালু হয় একটি দলের একচেটিয়া শাসন। সেখানে সংসদের এক পাশের চেয়ারগুলো আলো করে থাকে 'গৃহপালিত বিরোধী দল'।

২০২৪ সালে একটা প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণ হয়। একচেটিয়া শাসনের পতন ঘটে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা একটি নির্বাচিত সংসদ ও সরকারের দেখা পাই। কোটি টাকার প্রশ্ন হচ্ছে, এ নতুন সংসদ পুরোনো ধারা থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে পেরেছে?

সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই আমরা বিরোধী দলের একটি ওয়াকআউট দেখি। তারা রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন করেন। তবে সেটি ক্ষণিকের জন্য। তারা সংসদে আবার ফিরে আসেন। অধিবেশনের পরের দিনগুলোয় বড় ধরনের কোনো ঝামেলা বাধেনি।

দ্বিতীয় অধিবেশনটি ছিল বাজেট নিয়ে। এ অধিবেশনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করার মতো। আগে দেখা যেত, যেদিন বাজেট উপস্থাপন করা হতো, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই রাস্তায় ব্যানার হাতে মিছিল শুরু হয়ে যেত। বাজেট পেশ করার আগেই তৈরি হয়ে যেত ব্যানার। একদল বলত, এটা গরিব মারার বাজেট; এ বাজেট আমরা মানি না। আরেক দল বলত, এবারের মতো সুন্দর বাজেট অতীতে কখনো হয়নি; দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে আছে। যারা মিছিলে যেতেন, স্লোগান দিতেন, আমি হলফ করে বলতে পারি তারা কেউ কখনো বাজেট প্রস্তাবগুলো পড়ে দেখেননি। বছরের পর বছর আমরা এ তামাশা দেখেছি। এ বছর সেটি হয়নি।

বাজেট উপস্থাপনের পরের দিনগুলোয় দু-এক জায়গায় বাজেট নিয়ে আলোচনা-সেমিনার হয়েছে। সেখানে বক্তারা বাজেটের চুলচেরা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। পত্রিকায় জনমতের প্রতিফলন দেখা গেছে। অধিবেশনের শেষদিকে এসে সরকারি দল নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তাবিত বাজেট পরিমার্জন করেছে। বিরোধী দল থেকে কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব আসেনি। হতে পারে, পালটা প্রস্তাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট হোমওয়ার্ক তাদের ছিল না। অথবা মোটা দাগে বাজেটটি মেনে নিতে তাদের কোনো অ্যালার্জি ছিল না। এ থেকে একটা ধারণা করা যায়, বাজেট নিয়ে সরকারি দল আর বিরোধী দলের মধ্যে ঝগড়া করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে আমরা সংসদনেতা এবং বিরোধী দলের নেতার দীর্ঘ বক্তব্য শুনলাম। আমরা তো অনেকেই এ ধরনের কথা ওইসব চেয়ার থেকে শুনতে অভ্যস্ত নই। তাই একটু খটকা লাগে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন, তাদের মধ্যে একটা অলিখিত আঁতাত আছে। আমি এটিকে খুব ইতিবাচক প্রবণতা হিসাবে দেখি। সংসদের দুই বেঞ্চই আগেকার মারদাঙ্গা সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিশেষ করে সংসদনেতার সঙ্গে বিরোধী দলের নেতার সৌজন্য বিনিময় আমাদের চিরাচরিত গালাগালি ও গলাবাজির রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সরকারের স্বাভাবিক মেয়াদ পাঁচ বছর। ১৯৯১ সালের আগে আমরা চারটি জাতীয় সংসদ দেখেছি। কোনোটাই স্বাভাবিক মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। তাদের অকালমৃত্যু হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত আমরা দেখেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদ। সেখানে একটি দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বিরোধী দল ও জোটের ছিল প্রবল উপস্থিতি। এরকম হলে এক ধরনের 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমন ছিল যে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। ফলে আমরা ভাবতে বসেছিলাম, সংসদ তো এরকমই হবে। বাজারি ফিল্মের মতো তাতে থাকবে ড্রামা, সাসপেন্স, অ্যাকশন, ভায়োলেন্স। চার মাস বয়সি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে আমরা তেমনটি হতে দেখিনি। যারা সব সময় একটা মারদাঙ্গা অবস্থা দেখতে চান, তাদের কাছে এ পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী, অনেকটা পানসে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি অতীতের সাংঘর্ষিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তাহলে কোথাও না কোথাও আমাদের থামতে হবে, নতুন করে শুরু করতে হবে।

সংসদে যে দলগুলোর প্রতিনিধি আছে, তাদের প্রতি আমার কোনো অনুরাগ বা বিরাগ নেই। তাদের মধ্যে কয়জন চাঁদাবাজ, লুটেরা, মিথ্যাবাদী, ঋণখেলাপি-সে কথা এখন থাক। এ দেশের নাগরিকদের সমষ্টিগত চিন্তাচেতনার যে মান ও পরিধি, তাদের প্রতিনিধিরাও হবেন সে রকম। তারা তো আর আসমান থেকে নাজিল হবেন না। আপাতত এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে এবং আশায় বুক বাঁধতে চাই। আমি চাই, তারা কলতলার ঝগড়া থেকে বেরিয়ে আসুন। নাগরিকদের সমস্যা নিয়ে কথা বলুন।

সংসদের বয়স মোটে তো চার মাস। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। একটা মূল্যায়ন করতে হলে আরও লম্বা সময় পাড়ি দিতে হবে। আমরা সামনের দিনগুলো দেখব।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক

ইস্ট হ্যান্ডস চ্যারিটির কর্মশালায় বক্তারা

শিশুদের অনলাইন নির্ভরশীলতা কমাতে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে

শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনলাইন নির্ভরশীলতা ও অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ইস্ট হ্যান্ডস চ্যারিটির উদ্যোগে গত ২৭ জুন শনিবার লন্ডনের এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা

অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিশুদের অনলাইন নির্ভরশীলতা দূরীকরণ"।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার আমিনা আলী। সাঈম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সত্যেন সেন স্কুলের সভাপতি গোপাল দাস, যুক্তরাজ্য উদীচীর সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক আমিনূর রহমান খান, এটিএন বাংলা ইউকের রিপোর্টার এমডি সুয়েজ মিয়া, নৃত্যশিক্ষক মাধবী দাস গুপ্তাসহ শিশু ও তাদের অভিভাবকরা। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল সত্যেন সেন স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া ও অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমের আসক্তি থেকে দূরে রাখতে হলে শৈশব থেকেই তাদের পছন্দের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। নাচ, গান, আবৃত্তি, কবিতা, বিতর্কসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং তাদের একটি সুস্থ, স্বাভাবিক ও সৃজনশীল জীবন গঠনে সহায়তা করে।

বক্তারা আরও বলেন, সংস্কৃতি চর্চা শিশুদের ডিজিটাল বিশ্বের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রেখে আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক। তাই পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বিত উদ্যোগে নতুন প্রজন্মকে সুস্থ ধারার বিনোদন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কর্মশালায় শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বলেন, নতুন প্রজন্মের মাঝে সুস্থ বিনোদন ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা বিস্তারের মাধ্যমেই তাদের অনলাইন নির্ভরতা কমিয়ে একটি মানবিক, সৃজনশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে শ্রীরামসী ইউনাইটেড অর্গানাইজেশনের সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শত শহীদের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসী গ্রামের তরুনদের সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠন 'শ্রীরামসী ইউনাইটেড অর্গানাইজেশন ইউকে'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা হয়।

সভায় লন্ডনের বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সদস্য উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন। এসময় সংগঠনের সামগ্রিক কার্যক্রম, বিগত দিনের কাজের পর্যালোচনা এবং আগামী দিনে শ্রীরামসী গ্রামের উন্নয়নে সংগঠনের ভবিষ্যৎ করণীয় ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সংগঠনের বোর্ড সদস্য সুহেল আহমদের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ মাহি হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ বেলাল মিয়া,আছকর উদ্দিন (দুলু), মাহবুব হোসেন,বেলাল উদ্দিন (মিঠু), সুয়াইবুর রহমান, জয়নাল হেসেন,শিবুল মিয়া,বাবরু মিয়া,আলী আছকর,লিটন মিয়া, নাজমুল ইসলাম,আবুল কাশেম,গুলজার আহমদ, কুতুব উদ্দিন,রিপনমিয়া,সুয়েবআহমদ,ইছরাক উদ্দীন,আমিনুর রহমান, উজ্জ্বল মিয়া ও মাসুম মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা শ্রীরামসী গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে প্রবাসীদের এই ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামসী ইউনাইটেড অর্গানাইজেশন ইউকে' একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও জনকল্যাণমুখী সামাজিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি শ্রীরামসী গ্রামের অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর পবিত্র রমজানে দরিদ্র পরিবারের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও ঈদ উপহার বিতরণের পাশাপাশি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে সংগঠনটি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WPC WORK PERMIT CLOUD

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

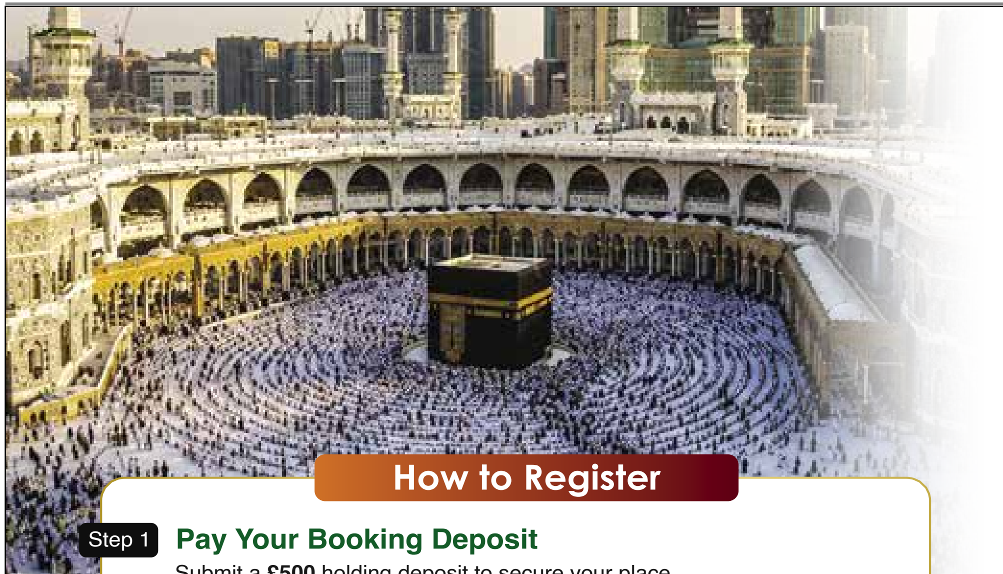

How to Register

Step 1 — Pay Your Booking Deposit
Submit a **£500** holding deposit to secure your place.

Step 2 — Submit Your Documents
Provide a copy of your valid Bangladeshi passport. Our team will handle the Hajj visa application and all Saudi processing from the UK.

Step 3 — Receive Confirmation
Once your deposit and documents are received, we will issue your booking confirmation and keep you updated on all package details, travel dates and pre-departure guidance.

If anyone want's upgraded Category A Mina camp, we can do it under T&C.
£2000 Per person

SCAN NOW

UK NUSUK HAJJ PACKAGES 2027 / 1448

We are also organising UK NUSUK Hajj packages for 2027.
If you wish to travel through the official UK Hajj quota, scan the QR code, fill in the registration form and join our WhatsApp group for updates, pricing, information and Hajj guidance.

Contact Us **020 7247 2272**
07983 572 416 | 07852 211 919 | 07974 248597
info@alqibla.co.uk www.alqibla.co.uk **25 Henriques Street**, London, E1 1NB

Al Qibla Travel & Tourism — Est. 2003 | ATOL Protected 10115 | Hajj & Umrah Specialists

AlQibla — Est. Since 2003 — Travel & Tourism — Hajj & Umrah Specialist

HAJJ 2027

Registration is **Now Open**

Travel with Your **Bangladeshi Passport**

8 May-26 May 2027 (Approx)

Al Qibla Travels is proud to present **three Hajj 2027 packages** designed for pilgrims ***travelling on a Bangladeshi passport.***

Our 2027 Package Overview

ECONOMY	SHIFTING 5-STAR ★★★★★	STANDARD
Price Starting From **£5,500**	Price Starting From **£9,000**	Price Starting From **£8,000**
○ **Flights** Excluded ● **Full Board**	● Flights **Included** ● **Half Board**	● **Flights** Included ● **Full Board**

WHY TRAVEL WITH AL QIBLA?

- No NUSUK system required
- Organised and guided by **Al Qibla Travels**
- Accommodation near Haram Shareef
- Mina & Arafat with air-conditioned tents
- **FULL GROUP SUPPORT** THROUGHOUT YOUR JOURNEY

Need a BD Passport? We Can Help — T&Cs Apply

REGISTRATION NOW OPEN

Secure your place with a **£500** Booking Deposit

Contact Us **020 7247 2272**

- **Flexible Payment** Available
- **Religious Scholars** As Guide
- **Bus and Train Service** In Mina And Muzdalifa

07983 572 416 | 07852 211 919 | 07974 248597
25 Henriques Street, London, E1 1NB info@alqibla.co.uk www.alqibla.co.uk

OUR HAJJ 2027 PACKAGES

ALL PACKAGES INCLUDE: BD PASSPORT ASSISTANCE AVAILABLE | MINA & ARAFAT WITH AC TENTS | GUIDED BY AL QIBLATRAVELS | FULL GROUP SUPPORT

Package-A — SHIFTING 5-STAR

A Hajj performed in comfort, dignity and ease, so your focus remains where it belongs.

ROOM TYPE	PRICE PER PERSON
Quad Sharing	£9,000
Triple	£9,500
Double	£10,000

HOTELS

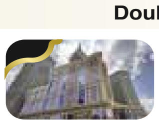

Makkah (8 Nights) Safwa Hotel Tower 3 or similar Deluxe Hotel

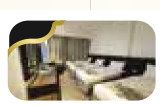

Azizia (3 Nights) Quad sharing only Azizia Apartments or Hotel

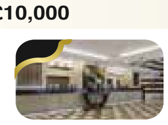

Madinah (3 Nights) Millennium Al Aqeeq or similar Deluxe Hotel

WHAT'S INCLUDED

- Return flights included
- Half board meals - breakfast & dinner
- Premium 5-star accommodation near Haram Shareef, Makkah
- Premium accommodation in Madinah
- Saudi Hajj visa processed from the UK
- Mina & Arafat stay with air-conditioned tents
- Sofa Beds in Mina tents
- Group transportation in Saudi Arabia
- Guided by Al Qibla Travels Group Leader
- 24/7 priority support throughout the journey

SOFA BED IN MINA

WHY CHOOSE SHIFTING 5-STAR?

- Superior location — closer proximity to Haram Shareef
- Higher-quality hotels with enhanced facilities
- Ideal for families, elderly pilgrims, or those seeking greater comfort
- Same trusted Al Qibla group management with an elevated experience

IMPORTANT NOTES — ALL PACKAGES

- Qurbani (sacrifice) is not included in any package
- £500 booking deposit required to secure your place
- **Need a Bangladeshi passport?** We may be able to assist- T&Cs apply
- All packages subject to availability- early registration is strongly advised
- T&Cs apply to all packages

Package-B — STANDARD

ROOM TYPE	PRICE PER PERSON
Quad Sharing	£8,000
Triple	£8,500
Double	£9,000

HOTELS

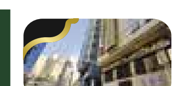

Makkah Nawarat Al Shams 3 or similar

Madinah Jawharat Al Rasheed or similar

WHAT'S INCLUDED

- All flights included
- Full board meals throughout
- Saudi Hajj visa processed from the UK
- Accommodation near Haram Shareef, Makkah
- Sofa Beds in Mina tents
- Accommodation in Madinah
- Mina & Arafat stay with air-conditioned tents
- Group transportation in Saudi Arabia
- Guided by Al Qibla Travels Group Leader
- 24/7 support throughout the journey

Package-C — ECONOMY

ROOM TYPE	PRICE PER PERSON
Quad Sharing	£5,500
Triple	£5,700
Double	£6,000

HOTELS

Makkah Tara Al Jahabi Hotel or similar

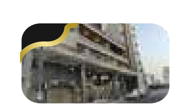

Madinah Manazil Al Marjan or similar

WHAT'S INCLUDED

- Full board meals throughout
- Saudi Hajj visa processed from the UK
- Accommodation near Haram Shareef, Makkah
- Accommodation in Madinah
- Mina & Arafat stay with air-conditioned tents
- Sofa Beds in Mina tents
- Group transportation in Saudi Arabia
- Guided by Al Qibla Travels Group Leader
- 24/7 support throughout the journey

Flight Note
Flights from London to Bangladesh (outbound) and return flights from Bangladesh or Saudi Arabia to London are not included in this package price.

আল কিবলার হজ্জ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজিদের মিলনমেলা

২৩ বছরে হজ পালন করলেন ১৯ হাজার বৃটিশ মুসলিম

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন (বা থেকে) আল কিবলা ট্রাভেলসের চেয়ারম্যান আনোয়ার আলী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ও ডাইরেক্টর আলহাজ্ব খান

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: আল কিবলা ট্রাভেলসের ২০২৬ সালের হজ্জ পুনর্মিলনী ও ২০২৭ সালের হজ্জের প্রস্তুতি অনুষ্ঠান গত ২৮ জুন রোববার পূর্ব লন্ডনের হার্কনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে । কাউন্সিল অফ মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের সভাপতি হাফিজ মাওলানা শামসুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার মুস্তাক আহমেদ।

অতিথিদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার শাফি আহমেদ, ব্রিকলেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা নজরুল ইসলাম, এলিফ্যান্ট ক্যাসল মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা রওনকুল ইসলাম, মাইলএন্ড মার্কাযুল ইসলামের প্রিন্সিপাল শাইখ ইমদাদুর রহমান মাদানী সহ অনেকে। শায়খ আবু সাঈদ আনসারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আল কিবলার ডাইরেক্টর আলহাজ খান।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মাহবুবুর রহমান চৌধুরীর তাঁর ব্যক্তবে বলেন, দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত যুক্তরাজ্যর ব্রিটিশ বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির প্রায় ১৯ হাজারের বেশি মুসলিম এই আল কিবলার মাধ্যমে হজ্জ যাত্রা করেছেন । ব্রিটেনে একমাত্র আল ক্বিবলাহ ট্রাভেলসই প্রতিবছর নিয়মিত হাজ্জিদের নিয়ে হজ্জ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে হাজিরা তাদের হজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সবশেষে আল কিবলার চেয়ারম্যান আনওয়ার আলী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, মাওলানা শামসুল ইসলাম ছাতকী, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক ও মাওলানা ময়নুল হক চৌধুরী। মাওলানা শামসুল হক দোয়া পরিচালানা করেন। মধ্যাভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ।

টাওয়ার হ্যামলেটসে স্কুল পোশাক অনুদানের আবেদন শুরু

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্কুল পোশাক (ইউনিফর্ম) কেনার আর্থিক অনুদানের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এ বছর স্কুল ইউনিফর্ম অনুদান পুনরায়

চালু হওয়া এবং ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের ‘দুই-সন্তান সীমা’ বাতিল হওয়ায় আগের তুলনায় আরও বেশি পরিবার এ সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।
যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ৫০ হাজার ৩৫০ পাউন্ড পর্যন্ত এবং যাদের সন্তান আগামী সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, তারা এ অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ পাউন্ড এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫০ পাউন্ড অনুদান দেওয়া হবে। আবেদন করার শেষ সময় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
কাউন্সিল জানিয়েছে, সম্ভাব্য যোগ্য অনেক পরিবারের সঙ্গে ইতোমধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে যোগ্যতা পূরণ করেন বলে মনে করেন- এমন সব পরিবারকে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আবেদন পদ্ধতি, যোগ্যতার শর্ত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আবেদন ফরম টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া বিস্তারিত জানতে বেনিফিটস কন্টাক্ট সেন্টারের ০২০ ৭৩৬৪ ৫০০০ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।
এদিকে, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের ‘দুই-সন্তান সীমা’ বাতিল হওয়ায় এখন পরিবারগুলো প্রতিটি সন্তানের জন্য পূর্ণ চাইলড এলিমেন্ট পাওয়ার অধিকারী হবে। আগে এ সুবিধা কেবল প্রথম দুই সন্তানের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে চাইলড বেনিফিটের কোনো সম্পর্ক নেই।
কাউন্সিল জানিয়েছে, যারা ইতোমধ্যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট পাচ্ছেন, তাদের ভাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় হওয়ার কথা। সমন্বয় না হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে ইউসি হেল্পলাইনে অথবা অনলাইন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারগুলোকে কাউন্সিলের বেনিফিটস ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে তারা কতটুকু অতিরিক্ত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য, তা যাচাই করারও আহ্বান জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ারের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের উদ্যোগে টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার কাউন্সিলার মোস্তাক আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার ইকবাল হোসেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
গত ১৭ জুন বুধবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডের একটি

অভিজাত রেস্তোরাঁয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ মুকিত। সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফয়ছল আহমদ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী। এছাড়া বক্তব্য দেন সংগঠনের সহসভাপতি আব্দুর রহিম, সহসভাপতি সেলিম আহমদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাই, ইস্তাব উদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
সভায় বক্তারা নবনির্বাচিত স্পিকার কাউন্সিলার মোস্তাক আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার ইকবাল হোসেনকে অভিনন্দন জানান এবং স্থানীয় কমিউনিটির কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। পরে স্পিকারের সম্মানে মানপত্র পাঠ ও হস্তান্তর করেন সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন।
অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধিত অতিথিদের বরণ করে নেন। পরে অতিথিরা কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়ন ও ঐক্য জোরদারে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

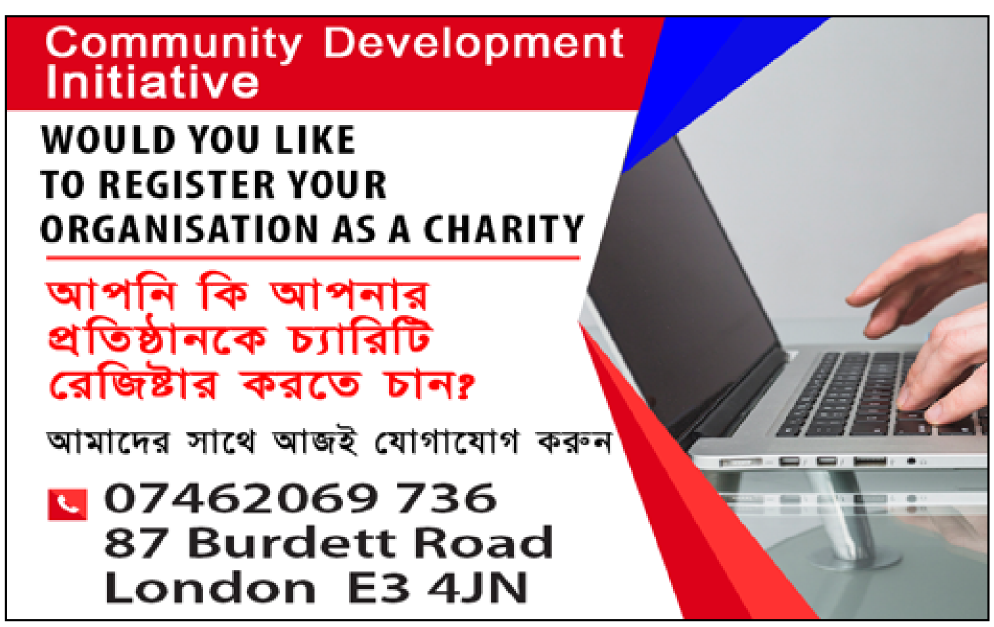

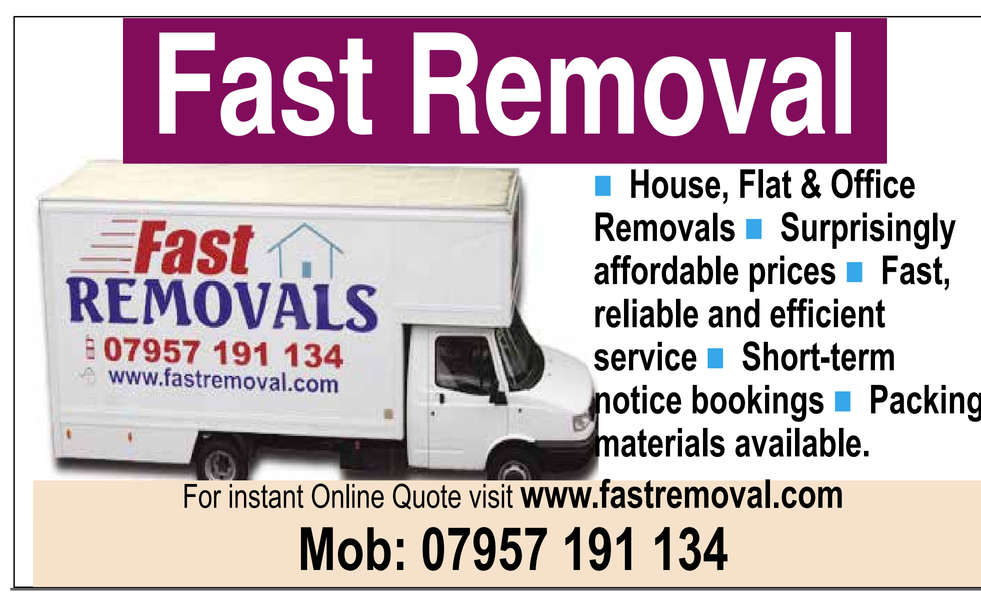

জুলাই মাসজুড়ে টাওয়ার হ্যামলেটসে পালিত হবে সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ

টাওয়ার হ্যামলেটসে এই জুলাই মাসজুড়ে পালিত হবে সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ ২০২৬। দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ জীবনে তাদের অবদানকে সম্মান জানাতে প্রতি বছর এই মাসটি পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য হলো ওয়াক, আলোচনা ও কমিউনিটি কার্যক্রমসহ বিচিত্র আয়োজনে সাজানো হয়েছে এবারের হেরিটেজ মান্থ এর অনুষ্ঠানমালা। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল স্থানীয় শিল্পী, ইতিহাসবিদ ও কমিউনিটি সংগঠনগুলির সাথে মিলে এই বর্ণাঢ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

"ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি" অর্থাৎ "বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য", যা দক্ষিণ এশিয়া ও প্রবাসী কমিউনিটির ভাগ করা সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সম্প্রীতিকে তুলে ধরে। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা-এই আটটি দেশ নিয়ে দক্ষিণ এশিয়া গঠিত। টাওয়ার হ্যামলেটসে দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠী একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে, যেখানে সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী, বাংলাদেশের জন্মগ্রহণকারী বাসিন্দাদের সংখ্যা ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে সর্বাধিক-সংখ্যা ও অনুপাত উভয় ক্ষেত্রেই। সংগীত, নাটক, কমেডি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, হেরিটেজ

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস অসাধারণ বৈচিত্র্যের এক মিলনস্থল এবং আমরা গর্ববোধ করি সেই সব কমিউনিটিকে উদ্‌যাপন করতে যারা আমাদের বরোকে সমৃদ্ধ করে। সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ সবাইকে একত্রিত হওয়ার, আমাদের সম্মিলিত জীবনের গল্প ও ঐতিহ্য জানার এবং যুক্তরাজ্যে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির স্থায়ী অবদানকে সম্মান জানানোর একটি সুযোগ করে দেয়।

৪ জুলাই শনিবার কবি নজরুল সেন্টারে মিতালি আর্টসের পরিবেশনায় "মিলে মিশে করি গান" শিরোনামের একটি গানের আসর দিয়ে মাসের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ১১ জুলাই শনিবার বিকেল ২টায় ডিউক অব ওয়েলিংটনের অশ্বারোহী মূর্তির সামনে থেকে শুরু হবে ব্রিটবাংলা আয়োজিত "লন্ডন বেঙ্গল ওয়াক"। একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে রাধারমণ সোসাইটির পরিবেশনায় বিনামূল্যে উপভোগ করা যাবে "ধামাইল, বাংলা লোকসংগীত ও অ্যালেন গিন্সবার্গ" শিরোনামের অনুষ্ঠান।

১২ জুলাই রবিবার বিকেল ২টায় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে "এক্সপ্লোরিং দ্যা লেগ্যাসিস্ অব লস্কর এক্টিভিজম ইন ইস্ট লন্ডন (১৯৩০ ু ১৯৪০)" শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক আলোচনা অনুষ্ঠান, যেখানে পূর্ব লন্ডনে লস্কর নাবিকদের সক্রিয়তার ইতিহাস তুলে ধরা হবে। টিকিটের মূল্য ৬.১৩ পাউন্ড থেকে শুরু।

১৭ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি লন্ডনের আর্টসওয়ান ব্লকে প্রদর্শিত হবে লিসা গাজী পরিচালিত চলচ্চিত্র "বাড়ির নাম শাহানা"। টিকিটের মূল্য ১১.৫৫ পাউন্ড থেকে শুরু।

১৮ জুলাই শনিবার বিকেল ২টায় ইস্ট ইন্ডিয়া থেকে শুরু হবে ড. জর্জি ওয়েমিস পরিচালিত "ইনভিজিবল ইস্ট ইন্ডিয়া ডক ওয়াক"। এই বিনামূল্যের হেরিটেজ ওয়াকে ইস্ট ইন্ডিয়া ডকের অদৃশ্য ইতিহাস অনুসন্ধান করা হবে।

১৯ জুলাই রবিবার বিকেল ২টায় রয়্যাল এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু হবে রবি সাভুর ও কবিতা সাভুর পরিচালিত "টি ব্রেক এট্ ব্রিটিশ এম্পায়ার" শীর্ষক হেরিটেজ ওয়াক। একই দিন রাত ৭টা ৩০ মিনিটে ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টসের পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হবে "নকশী কাঁথার মাঠ" সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউবারি পার্ক, রেডব্রিজের অ্যাপল রিয়েল এস্টেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আফসর হোসেন এনাম এবং সভা পরিচালনা করেন ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন। সভা শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত করেন ইমাম মিকদাদ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিসবাহ জামাল।

সভায় একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল এ-লেভেল ও জিসিএসই পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন। এ সময় অনুষ্ঠানের ভেন্যু, সময়, তারিখ, খাবার, ট্রফি ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগামী রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ফোর্ড স্পোর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শাহীন চৌধুরী, নিয়াজ চৌধুরী, গোলাম মো. রফিক, ড. সৈয়দ মাশুক আহমেদ, মহিউদ্দিন আলমগীর, এলিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আমিন, কামরুল হোসেন দেলোয়ার, রেজাউল করিম রাজু, মোহাম্মদ সুমন চৌধুরী, নাসির উদ্দিনসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল আহাদ ও লুৎফুর রহমান সায়াদ। সভা শেষে আফসর হোসেন এনামের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্যারিস্টার আবদুস সালামকে যুক্তরাজ্য বিএনপির অভিনন্দন

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. আবদুস

সালাম বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। একই সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু বলেন, দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। তাঁরা আরও বলেন, ব্যারিস্টার এম এ সালাম তাঁর সেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মানবিক কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃতভাবে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে তাঁরা আশাবাদী। নেতৃদ্বয় তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং নতুন দায়িত্বে সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ শাখার সহকারী সচিব মোহাম্মদ আলমগীর হক স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যারিস্টার মো. আবদুস সালামকে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

বিশ্বনাথ বিএনপির সভাপতি গৌছ আলীর সঙ্গে প্রবাসী নেতাকর্মীদের মতবিনিময়

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সভাপতি গৌছ আলীর সঙ্গে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশ্বনাথ জাতীয়তাবাদী পরিবারের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ জুন মঙ্গলবার রাতে লন্ডনের ব্রিকলেনস্থ মাসালা রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নতুন আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য আলহাজ্ব তৈমুছ আলীর সভাপতিত্বে এবং সাবেক

ছাত্রনেতা আকলুছ আলীর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য গুলজার খান, গ্রেটার লন্ডন বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আব্দুল কুদ্দুস, যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফয়জুল হক, শহিদুল ইসলাম মামুন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসাইন, গৌছ খান, আব্দুল কুদ্দুস, মিসবাহ উদ্দিন, আব্দুল বাসিত বাদশা, জসীম উদ্দিন সেলিম, ফখরুল ইসলাম বাদল, সেলিম উদ্দিন, হাবিবুর রহমান হাবিব, তোফাজ্জুল আলম তোফায়েল, কদর উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, বাবুল মিয়া, আব্দুল ওয়াহিদ আলমগীর, আব্দুল কাইয়ুম, লোকমান হোসাইন ও আব্দুল হামিদ খান সুমেদ।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন যুবনেতা মাক্কু মিয়া। পরে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বনমাউত বিএনপির নেতা হাজী বেলাল মিয়া বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সভাপতি গৌছ আলীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাজী সাদেক আলী, ময়ূর মিয়া, ইসলাম উদ্দিন, আব্দুল হামিদ মালা, বাছির খান, ডা. শানুর আলী মামুন, মদরিস আলী মফজ্জুল, রফিক মিয়া, নুরুল ইসলাম, আবুল বশর, কাওসার আহমদ, শেখ আমিনুর রশীদ মামুন, আবুল কালাম, মবশীর আলী, শফিক মিয়া, শানুর আলী, তানবীর আহমদ, আখলাকুর রহমান, খালেদ চৌধুরী, সামসুল ইসলাম, পিয়ার আলী জুনেদ, কামাল আহমদ, আতিক মিয়া, এ কে রাজু, মামুনুর রশীদ ও সাইদুর রহমান মিজানসহ বিশ্বনাথ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ এবং যুক্তরাজ্য বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

সভায় বক্তব্যে গৌছ আলী বলেন, আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও প্রবাসীদের জন্য কাজ করে যাব। বিশ্বনাথকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD
ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service
- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tilling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates

07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com
Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তিন বন্ধুর চিরবিদায়

সিলেট প্রতিনিধি, ১০ জুলাই ২০২৬: সিলেটের গোয়াইনঘাট-জাফলং সড়কের জাফলং চা-বাগান এলাকায় রোববার মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাফলং আমির মিয়া হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির তিন শিক্ষার্থী মারা গেছে। নিহতরা হলো-সাকিব আহমদ, রায়হান আহমেদ (রাহুল) ও জয় আহমেদ। গত ৬ জুলাই সোমবার পৃথক জানাজা শেষে নিজ নিজ এলাকার সামাজিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়।

নিহতদের মধ্যে সাকিব আহমদের জানাজা রোববার বাদ এশা জাফলং আমির মিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার বেলা ১১টায় ছৈলাখেল অষ্টম খ- কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে রায়হান আহমেদ (রাহুল)-এর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বাদ জোহর লাখেরপাড় গ্রামের হামিদ আলী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জয় আহমদের জানাজা শেষে তিনজনকেই নিজ নিজ এলাকার সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পরিবারের বরাতে জানা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সাকিব, রায়হান ও জয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। স্কুল, খেলাধুলা, ভ্রমণ কিংবা অবসরের সময়-সব জায়গাতেই তারা ছিলেন একে অপরের সঙ্গী। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিল।

নিহত সাকিবের বাবা মহরম মিয়া বলেন, 'আমার ছেলে খুব শান্ত-স্বভাবের ছিল। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল। আল্লাহ আমার বুকটাই খালি করে দিলেন। বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ যে কত ভারী, যার সন্তান হারিয়েছে একমাত্র সেই বুঝবে।'

রায়হানের বাবা হাবিবুর রহমান (হবি) মিয়া বলেন, 'ছেলেটা সব সময় হাসিখুশি থাকত। সকালে পরীক্ষা দিতে বের হয়েছিল, কিন্তু ফিরল লাশ হয়ে। এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না।'

জয়ের বাবা রাজ্জাক মিয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'তিন বন্ধু সব সময় একসঙ্গে চলাফেরা করত। আল্লাহ তাদেরও একসঙ্গেই নিয়ে গেলেন। সবাই তাদের জন্য দোয়া করবেন।'

তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাফলং আমির মিয়া হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক প্রতিনিধিরা। তাদের ভাষ্য, তিনজনই ছিল মেধাবী, প্রাণবন্ত এবং সবার প্রিয়। সহপাঠীরা জানায়, কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে, আড্ডা দিয়েছে। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্ধুদের হারানোর বাস্তবতা তারা এখনো মেনে নিতে পারছে না। স্থানীয়দের মতে, গোয়াইনঘাটসহ সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলে প্রায়ই কিশোরদের মোটরসাইকেল নিয়ে অবাধে চলাচল করতে দেখা যায়। তাদের অনেকেরই ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। এ কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী এ ঘটনাকে 'অপূরণীয় ক্ষতি' উল্লেখ করে বলেন, অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের হাতে মোটরসাইকেল তুলে দেওয়া এবং লাইসেন্সবিহীন ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচলের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা যাতে মোটরসাইকেল নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে শিক্ষকদেরও আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চার মাস পর সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু

সিলেট প্রতিনিধি, ১০ জুলাই ২০২৬: ১২৫ দিন বা চার মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিলেট-ম্যানচেস্টার সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়েছে। গত ৫ জুলাই রোববার দুপুরে ম্যানচেস্টার থেকে আসা বিজি-২০৮ ফ্লাইটটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের মাধ্যমে এ রুটে ফ্লাইট চলাচল আবার শুরু হলো।

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, ফ্লাইটটিতে ২৭২ জন যাত্রী ছিলেন। গত ১ মার্চ থেকে হজ ফ্লাইট নির্বিঘ্নে পরিচালনার স্বার্থে সাময়িকভাবে সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটের ফ্লাইট বন্ধ রাখা হয়েছিল। এরপর আজ ম্যানচেস্টার থেকে ফ্লাইট আসার মাধ্যমে আবার সরাসরি ফ্লাইট চালু হলো। আপাতত সপ্তাহে দুই দিন সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট পরিচালিত হবে।

ফ্লাইটটি অবতরণের পর যাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র ও বেসামরিক বিমান পরিবহনবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিউক) চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী

আফরোজা খানম রিতা। তিনি বলেন, প্রবাসীদের দাবি ছিল সিলেট-ম্যানচেস্টার সরাসরি ফ্লাইট আবার চালু করা। যাত্রীসেবার মান বজায় রেখে এ রুটের ফ্লাইট নিয়মিত পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় এই রুটের ফ্লাইট আবার চালু হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, ভবিষ্যতে সিলেট-কক্সবাজার রুটে ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের কার্যকর বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা ও আঞ্চলিক বিমান চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে। তিনি সিলেট-ঢাকা, সিলেট-চট্টগ্রামসহ অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানের ভাড়া সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখারও আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেন, নির্বাচনের আগে প্রবাসীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার গঠনের পর সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটের ফ্লাইট আবার চালু করা হয়েছে।

ম্যানচেস্টার থেকে আসা যাত্রী পারভীন বেগম বলেন, মাঝখানে ফ্লাইট বন্ধ থাকায় যুক্তরাজ্যপ্রবাসী, বিশেষ করে সিলেটের লোকজনকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। আবার সরাসরি ফ্লাইট চালু হওয়ায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন্যদের মধ্যে সিলেটের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক পিংকি সাহা, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক হফিজ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বাবা-মাসহ তিনজনের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি, ১০ জুলাই ২০২৬: সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার (৬ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা নুরুল আমিন (৬০), তার স্ত্রী (৫০) এবং তাদের ছেলে ফরহাদ (৩৮)। বিশ্বম্ভরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। জানা গেছে, বিকেলে নুরুল আমিন তার বাড়ির পাশের একটি টং দোকান মেরামতের কাজ করছিলেন। এ সময় তার স্ত্রী ও ছেলে ফরহাদও কাজে সহযোগিতা করছিলেন। কাজের একপর্যায়ে ফরহাদ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নুরুল আমিনও বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসেন। পরে স্বামী ও ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে নুরুল আমিনের স্ত্রীও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের তিনজনেই মৃত ঘোষণা করেন।

বিশ্বম্ভরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রেমের নামে প্রতারণা: সিলেটের সহকারী পুলিশ কমিশনার কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি, ১০ জুলাই ২০২৬: বিশ্বাসভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাৎ ও প্রেমের নাম করে প্রতারণার মামলায় সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এএসপি) মো. সোহেল উদ্দিন প্রিন্সকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গত বুধবার (১ জুলাই) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার ইভা এই আদেশ দেন।

বাদিনীর আইনজীবী কামরুজ্জামান শাহীন এ বিষয়ে বলেন, গত ৯ জুন একই আদালত সোহেলের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণার অভিযোগে দ-বিধির ৪০৬ /৪২০ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। পরে আজ মামলার বাদী সহকারি কর কমিশনার মোসা. তানজিনা সাথী আসামি সোহেলের জামিন বাতিলের আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, সোহেল ২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট বাদিনীর সঙ্গে আপস করার শর্তে জামিন নেন কিন্তু এখন পর্যন্ত মামলার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্টে অভিযুক্ত সোহেল কনো আপস-মীমাংসা করেন নাই। তাই তার জামিন বাতিল করা হোক।

আসামিপক্ষে সোহেলের আইনজীবী আবুল কালাম খান আদালতে বলেন, অভিযুক্ত সোহেল বাদিনীর কোনো অর্থ আত্মসাৎ করেন নাই। বাদিনী মিথ্যা অভিযোগে তাকে

হয়রানি করছেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক জামিন বাতিল করে সোহেলকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার নথি থেকে জানা গেছে, ২০২২ সালের ২৩ নভেম্বর অভিযুক্ত সোহেল উদ্দিন প্রিন্সের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন সহকারী কর কমিশনার মোসা. তানজিনা সাথী। এজাহারে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে বাদীনি ও সোহেল উদ্দিন প্রিন্স ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরিচয়ের সুবাদে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়। সোহেল উদ্দিন বাদীনিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। বাদীনি ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে সোহেল উদ্দিন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের কাছ থেকে ২ কোটি ৩২ লাখ ১১ হাজার টাকা নেন । পরে বাদীনিকে অভিযুক্ত সোহেল উদ্দিন আর বিয়ে করেননি। আর টাকাও ফেরত দেননি। সিলেট মহানগর পুলিশ সূত্র জানায়, সম্প্রতি কোতোয়ালী থানার সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সোহেল উদ্দিন ছুটিতে যান। ছুটিতে থাকাকালীন যদি কোনো ব্যক্তিগত অপকর্মে কারাবন্দি হন তাহলে আমাদের করার কিছু নেই। তবে অফিসিয়াল কোনো কাজে তিনি কারাবন্দি নন।

উল্লেখ্য, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার মনতলা গ্রামের মৃত মো. হাবিব উল্লার ছেলে মো. সোহেল উদ্দিন। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) কোতোয়ালি থানার বর্তমান সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি)। ২০১৭ সালে ৩৬ তম বিসিএস পরীক্ষায় সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে উত্তীর্ণ হন । কিন্তু কর্মজীবনে তিনি একের পর এক নারীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেন।

কাঁদছে ইরান

অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে খামেনিকে বিদায় জানালো লাখ লাখ জনতা

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬ : ইরানের রাজধানী তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদে রোববার (৫ই জুলাই) স্থানীয় সময় সকাল আটটায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টা) আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন খামেনির জানাজায় লাখ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছেন। জানাজা শুরুর আগেই প্রিয় নেতাকে বিদায় জানাতে আসা মানুষের ক্রমবর্ধমান ভিড়ে পুরো এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

রোববার ভোর থেকেই জানাজাস্থল তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ ও আর আশপাশের এলাকায় সমবেত হতে থাকেন লাখ লাখ নারী-পুরুষ। স্থানীয় মিডিয়ার বরাতে বিবিসি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থান সংকুলান না হওয়ায় জানাজা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই মসজিদ কমপ্লেক্সটির সবক'টি ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়।

পরে মসজিদের আশপাশের সড়ক ও উন্মুক্ত স্থানগুলোতে অবস্থান নেন জানাজার নামাজ পড়তে আসা মানুষেরা। জানাজার আগে সেসব জায়গাও কানায় কানায় ভরে যায়। জানাজা উপলক্ষে পুরো এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক নজরদারি ছিল।

এদিন জানাজায় অংশ নেয়া প্রায় সবার চোখই পানিতে টলমল করছিল। কথা না বললেও তাদের চোখের চাহনিতে এক অব্যক্ত বেদনা ও সহমর্মিতা ফুটে ওঠে। সেইসঙ্গে তাদের চোখে-মুখে ক্ষোভের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট ছিল। তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনালড ট্রাম্প ও ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হত্যার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের পতন হোক বলেও স্লোগান দেন।

তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, এদিন তেহরানে শিয়া ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ জাফর সোবহানি তাবরিজি জানাজা নামাজের নেতৃত্ব দেন। এর আগে শনিবারই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, বর্তমান সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনি পিতার জানাজা পড়াবেন না।

প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে, জানাজার নামাজ তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ধাপে আয়াতুল্লাহ খামেনির মরদেহের জন্য জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে তার কন্যা সাইয়্যেদেহ বুশরা খামেনি, জামাতা মেসবাহ আল-হুদা বাকেরি এবং পুত্রবধূ জাহরা হাদ্দাদ আদেলের জন্য জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ, তৃতীয় ধাপে খামেনির নাতনি, শিশু জাহরা মোহাম্মাদি গোলপায়েগানির জন্য জানাজার নামাজ আদায় করা হয়েছে।

রোববারের জানাজায় দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ এবং বিচার বিভাগের প্রধান গোলামহোসেইন মোহসেনি জানাজায় অংশ নেন। এ ছাড়া জানাজায় উপস্থিত ছিলেন ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমদ ভাহিদি।

পাশাপাশি, জানাজা নামাজের সামনের সারিতে উপস্থিত ছিলেন আলি খামেনির তিন ছেলে- মাসুদ, মাইসাম এবং মুস্তফা। তবে, অসুস্থতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে তাদের আরেক ভাই ও ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি বাবার জানাজায় অংশ নিতে পারেননি। বিভিন্ন মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, ইসরাইলি গোয়েন্দারা মোজতবা খামেনিকে টার্গেট করতে পারে তাই জানাজায় তিনি হাজির হননি।

এদিকে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামির একজন উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলি আবতাহি অভিযোগ করেছেন যে, বিরোধী রাজনীতিক ও সাবেক কর্মকর্তাদের জানাজা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেয়া হয়নি।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলি বাহিনীর অতর্কিত হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই নিহত হয়েছিলেন ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। এ ছাড়া একই দিনে দেশটির কয়েক ডজন শীর্ষ নেতা ও সামরিক কমান্ডার ও খামেনির পরিবারের কয়েকজন সদস্য হামলায় নিহত হন। তবে ওইদিনের হামলায় ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান মোজতবা খামেনি।

এরপর তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে এখন পর্যন্ত তাকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। ধারণা করা হয়েছিল, অন্তত বাবার জানাজায় মোজতবা খামেনিকে প্রকাশ্যে দেখা যাবে কিন্তু তিনি আড়ালেই রইলেন।

বিবিসি জানিয়েছে, খামেনি নিহত হওয়ার চার মাসেরও বেশি সময় পর তার দাফন সম্পন্ন হচ্ছে। এজন্য দেশটি ৬ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকপালন ও শেষ বিদায়ের নানা অনুষ্ঠান পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

গত শুক্রবার তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লায় আলি খামেনির মরদেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়েছিল। এরপর শনিবার সকাল স্থানীয় সময় ভোর ৬টায় তেহরানের ইমাম খোমেনি মোসাল্লায় মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সেখানে রোববার খামেনির জানাজা হয়েছে। সেখানে দর্শনার্থীরা বিকাল পর্যন্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পের ১৩ দিন

মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাড়ে ৩ হাজার, পৌঁছাতে পারে ১ লাখে

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: ভেনেজুয়েলায় পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার ১৩ দিন পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতির উন্নতি নেই। ধ্বংস্তূপের নিচে নিখোঁজদের সন্ধানে এখনো চলছে উদ্ধারকাজ। সরকারি হিসাবে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৫৩৫ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া গেলেও, মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার আশঙ্কা, চূড়ান্ত এই সংখ্যা ১০ হাজার থেকে ১ লাখ পর্যন্ত হতে পারে। ধ্বংসস্তূপ থেকে কাউকে জীবিত উদ্ধারের আশা প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমানে উদ্ধারকর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। এদিকে, বিদেশে

অবস্থানরত ভেনেজুয়েলার নাগরিকরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিখোঁজ স্বজনদের সন্ধানে মরিয়া আবেদন জানাচ্ছেন।

কারাবায়েদা শহরের একটি সাততলা ভবনে আটকা পড়া প্রবীণ দম্পতি পেদ্রো ভেলোজ মেদিনা ও আলেহান্দ্রিনা রামিরেজের নাতি-নাতনিরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। উদ্ধারকারীদের মতে, ঐ দম্পতির সন্ধান পেতে ১০টি বড় কংক্রিটের ্ল্যাব অপসারণ করা প্রয়োজন, যার জন্য ভারী ক্রেন ও উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন।

ভেনেজুয়েলার ভার্গাস রাজ্যের মাকুতোতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা হতাহত ব্যক্তিদের খুঁজছেন। ছবিটি ৫ জুলাইয়ের। ২৪ জুন ভূমিকম্প আঘাত হানে

ভেনেজুয়েলা সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে ৮৫০টির বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে ভিন্ন কথা। নাসার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের সংখ্যা প্রায় ৫৯ হাজার, যার মধ্যে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে। সরকারি তথ্যের সাথে বাস্তবতার এই বড় ফারাক নিয়ে ভেনেজুয়েলার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত দেশটিতে ভূমিকম্পের আগে থেকেই প্রায় ৮০ লাখ মানুষের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন ছিল। দুর্যোগের ফলে ১৭ হাজারের বেশি মানুষ নতুন করে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ সাত দিনের 'রাষ্ট্রীয় শোক' ঘোষণা করেছেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তদারকিতে একটি নতুন সামরিক ইউনিট গঠন করেছেন। গৃহহীনদের পুনর্বাসনে ভেনেজুয়েলা সরকার লা গুয়াইরার একটি সরকারি আবাসিক কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে পুনর্নির্মাণ শেষ করে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

বর্তমানে পুরো ভেনেজুয়েলা এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে উদ্ধারকাজের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ।

বাসযোগ্যতায় বিশ্বের শীর্ষ ১০ শহরে জীবনযাপন যেমন

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচক বিবেচনায় ২০২৬ সালের শীর্ষ শহরগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। তালিকা তৈরিতে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো- এই পাঁচটি বিষয় মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তালিকায় ১৭৩টি শহরের মধ্যে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সবচেয়ে বাসযোগ্যতার খেতাব ধরে রেখেছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন। শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি শহরগুলো হলো অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, সিডনি এবং সুইজারল্যান্ডের জুরিখ। শহরগুলো বসবাসের জন্য কেন এতো অনন্য, তা জানতে সেখানকার স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা শুনেছে বিবিসি।

১. কোপেনহেগেন

ডেনমার্কের রাজধানীটি স্থিতিশীলতা, শিক্ষা ও অবকাঠামোতে শতভাগ নম্বর পেয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা এমন এক জীবন যাপন করেন যেখানে প্রাত্যহিক চলাফেরার মধ্যে লুকিয়ে থাকে অনাবিল আনন্দ।

গত আট বছর ধরে শহরটিতে বসবাস করা পিএইচডি শিক্ষার্থী লরা আমিরা কাসেম বলেন, আপনি সাইকেল চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে যেতে পারেন, কাজ শেষে হারবারের পানিতে নেমে সাঁতার কাটতে পারেন। রাতে ঠিকঠাক ঘরে ফিরতে পারেন।

সাইকেল চালানোর চমৎকার অবকাঠামো, শহরের ভেতরেই সাঁতার কাটার মতো পরিষ্কার জলাশয় এবং শহরজুড়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর দারুণ মেলবন্ধন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেন লরা। তাঁর যেকোনো সাধারণ দিন শুরু হয় লেকের ধারের শান্ত পরিবেশে।

বাইরের কোনো অতিথি এলে লরা প্রথমেই নরেব্রো এলাকা বেড়ানোর পরামর্শ দেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মেলবন্ধন ঘটেছে এই এলাকায়। লরা বলেন, এখানকার সবজি থেকে শুরু করে কাবাব কিংবা জুয়েলারি দোকানের পাশেই দেখা যাবে আধুনিক বেকারি, ন্যাচারাল ওয়াইন বার ও ছোট ছোট ডাইনিং স্পট।

লরা জানান, যারা সন্ধ্যায় দৌঁড়াতে পছন্দ করেন তারা ভিড় করেন লুপেট এলাকায়। সেখানকার পার্কে ৩ কিলোমিটার বৃত্তাকার পথ আছে। সবাই মিলে একসঙ্গে দৌড়ানো, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং শেষে বাইরে বসে রাতের খাবার খাওয়ার মাধ্যমে দিন শেষ হয়।

২. ভিয়েনা

অস্ট্রিয়ার রাজধানী স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় শতভাগ নম্বর পেয়ে এবার দ্বিতীয় স্থানে আছে। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে ভিয়েনার আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে। গণপরিবহন কিংবা হেঁটে চলাচল- প্রতিটি মুহূর্ত বেশ উপভোগ্য ও নিরাপদ।

ভিয়েনা ট্যুরিস্ট বোর্ডে কাজ করেন ফ্রাঞ্জিস্কা হোচমুলার। তিনি বলেন, ঐতিহ্যবাহী ট্রামে চড়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়াটা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। ট্রামে বসে ফোনে স্ক্রল করার চেয়ে তিনি বই পড়া বা জানালা দিয়ে আশপাশের সুন্দর ভবনগুলো দেখতে পছন্দ করেন। এটি হয়তো খুবই ছোট বিষয়, কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

মোটে নামের একটি হোটেলের বিপণন বিভাগের কর্মী রোল্যান্ড এগেনহোফার জানান, শহরের ১ থেকে ৯ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট বা এলাকার মধ্যে চলাচলের জন্য গণপরিবহনের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। শহরের শরৎকালটা বেশ উপভোগ্য। কেউ বেড়াতে এলে তিনি আশপাশের আঙুর খেতে ঘুরতে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

৩. মেলবোর্ন

তৃতীয় স্থানে থাকা মেলবোর্ন ৯৬ নম্বর পেয়েছে সংস্কৃতি ও পরিবেশ খাতের জন্য। বাসিন্দাদের মতে, মেলবোর্নের শহরতলিগুলো এক কথায় অনন্য। প্রতিটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

‘সন্তান লালন-পালনে বাবা-মা প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল’

শায়খ মুস্তাফা আবদুল্লাহ

“সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে বড় ভিত্তি হলো তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা। আর এই দায়িত্ব সবার আগে বাবা-মায়ের”। কথাগুলো বলেছেন, বিশিষ্ট ইসলামি আলোচক শায়খ মুস্তাফা আবদুল্লাহ। তিনি গত ৩ জুলাই শুক্রবার ইস্ট লন্ডন মসজিদে জুমার খুতবা উপস্থাপনকালে কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের সামনে যেমন ভালো বিষয় রয়েছে, তেমনি বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে তারা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের চিন্তা ও প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে । তাই সন্তানদের শুধু স্কুল বা মাদ্রাসার ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না; তাদের ঈমান ও চরিত্র গঠনে পরিবারকেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি মহানবী (সাঃ) এর সেই বিখ্যাত হাদিস স্মরণ করিয়ে দেন, ”তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ” তাঁর মতে, একজন বাবার নেতৃত্ব শুরু হয় নিজের ঘর থেকেই । সন্তানদের জন্য শুধু অর্থ উপার্জন নয়, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শায়খ মুস্তাফা বলেন, সন্তানকে শুধু উপদেশ দিলেই হবে না; আগে নিজের জীবনে সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। বাবা-মা যদি নিজেরা নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা করেন, তাহলে সন্তানদের ওপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি কুরআনে বর্ণিত হযরত লুকমান (আ.)-এর শিক্ষা তুলে ধরে বলেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা, আমানত রক্ষা করা, অতিথিকে সম্মান করা এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ-এসব মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধই একটি সুন্দর সমাজ গঠনের ভিত্তি ।

বক্তব্যের শেষ দিকে তিনি একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেন। এক বাবা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর ছেলে কোরআন পড়তে বসতে চায় না। পরে জানা যায়, ব্যবসার ব্যস্ততায় বাবা টানা ১৬ বছর সন্তানদের সময়ই দিতে পারেননি। ছেলের প্রশ্ন ছিল, “যিনি ১৬ বছর আমার পাশে ছিলেন না, তাঁর কথা এখন কেন শুনব?”

এই ঘটনা উল্লেখ করে শায়খ মুস্তাফা বলেন, সম্পর্ক গড়ে ওঠে সময়, ভালোবাসা ও উপস্থিতির মাধ্যমে; শুধু উপদেশ দিয়ে নয় । তিনি বাবা-মায়েদের প্রতি আহ্বান জানান, সন্তানের জন্য আদর্শ হয়ে উঠুন । কারণ নেক সন্তানই হলো একজন মানুষের মৃত্যুর পরও চলমান সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। অর্থাৎ সাদাকায়ে জারিয়াহ।

শায়খ মুস্তাফা আবদুল্লাহ : অতিথি খতিব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার । জুমার খুতবা, ৩ জুলাই ২০২৬।

জীবিতদের দোয়া মৃতদের উপকারে আসে

মুফতি আবদুল্লাহ নুর

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, জুমার খুতবা ও নামাজে লাউড স্পিকারের আওয়াজ এতটুকু উঁচু রাখবে যেন উপস্থিত শ্রোতারা তা শুনতে পারে। লাউড স্পিকারের ব্যবহার করা হবে প্রয়োজন পূরণের জন্য।

এগুলো ব্যবহার করে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে খুতবা ও কিরাতের আওয়াজ পৌঁছানোর কোনো প্রয়োজন নেই। নামাজের সময় লাউড স্পিকারের আওয়াজ ততটুকুই রাখবে, যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছাড়া নামাজ আদায় করা যায়। বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত আওয়াজ বৃদ্ধি করা পরিহারযোগ্য।

জুমার আগে যে বয়ান হয় তা যদি মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয় এবং এর দ্বারা মানুষের কাছে উপদেশ পৌঁছে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

মনে রাখতে হবে, বাইরের মাইক ব্যবহারের ফলে যদি মানুষের কষ্ট হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা সঠিক নয়। যেমন– মসজিদের পাশে যদি কোনো হাসপাতাল থাকে এবং সেখানে সব সময় অসুস্থ ব্যক্তিরা থাকে, মাইকের আওয়াজে তাদের কষ্ট হতে পারে। এমন অবস্থায় বাইরের মাইক ব্যবহার করবে না। ফাতাওয়ায়ে শামিতে লেখা হয়েছে, ‘পূর্ব ও পরের সব আলেমরা একমত যে মসজিদ বা মসজিদের বাইরে সম্মিলিত দ্বিনি আলোচনা করা উত্তম।

কিন্তু শর্ত হলো তার শব্দ ঘুমন্ত ব্যক্তি, মুসল্লি ও কোরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য সমস্যার কারণ হবে না।’ (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬৬০)

ফাতাওয়ায়ে শামিতে আরো লেখা হয়েছে, ‘যদি এক ব্যক্তি ফিকহ লেখে এবং তার পাশে অন্য এক ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে। ফিকহ লেখা ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত শুনতে পারছে না, এমন অবস্থায় কোরআন পাঠকারীরই গুনাহ হবে। একই কারণে কেউ যদি ছাদে কোরআন তিলাওয়াত করে অথচ মানুষ ঘুমিয়ে আছে, তখন তিলাওয়াতকারী গুনাহগার হবে। কেননা সে তাদের কোরআন শ্রবণ থেকে বিরত থাকার কারণ হয়েছে অথবা সে তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে কষ্ট দিচ্ছে।

’ (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৫৪০)

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে লেখা হয়েছে, ‘যে ইমাম মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে আওয়াজ উঁচু করে, সে অন্যায় করল। কেননা ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করে যেন মানুষ তা শোনে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। পাশাপাশি তাদের মনোযোগও স্থির থাকে।’ (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি : ১/৭২)

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন।

শরীরে ট্যাটু থাকলে কি নামাজ কবুল হবে?

বর্তমান সময়ে ফ্যাশন ও আধুনিকতার অংশ হিসেবে অনেকেই শরীরে ট্যাটু বা উল্কি আঁকছেন। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। তবে একজন মুসলিমের জন্য শুধু সৌন্দর্য নয়, ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো কাজের বৈধতা ও প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে–শরীরে ট্যাটু থাকলে কি নামাজ হবে? ইসলাম এ বিষয়ে কী নির্দেশনা দিয়েছে? কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়টি জানা জরুরি।

ইসলামে ট্যাটু বা উল্কি আঁকার বিধান

ইসলামে শরীরে ট্যাটু বা উল্কি আঁকা হারাম ও নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের কাজ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদিসে এসেছে– ‘আল্লাহ ওইসব নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা উল্কি অঙ্কন করে বা করায়, সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু উপড়ে ফেলে এবং দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে; তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে।’ (বুখারি ৪৮৮৬)

ট্যাটু থাকলে কি নামাজ হবে?

যদি ট্যাটু এমনভাবে করা হয়, যা শরীরের চামড়ায় পানি পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে ওজু ও ফরজ গোসল শুদ্ধ হবে না। আর ওজু-গোসল শুদ্ধ না হলে নামাজও সহিহ হবে না। তাই শরীরে এ ধরনের ট্যাটু থাকলে যত দ্রুত সম্ভব তা অপসারণ করার চেষ্টা করতে হবে।

তবে যদি ট্যাটু অপসারণ করা অত্যন্ত কঠিন, ব্যয়বহুল বা ক্ষতিকর হয়, তাহলে ব্যক্তি সাধ্য অনুযায়ী তা তুলে ফেলার চেষ্টা করবে এবং একই সঙ্গে ট্যাটু থাকা অবস্থাতেই নামাজ আদায় চালিয়ে যাবে। কারণ কোনো অবস্থাতেই নামাজ ত্যাগ করা যাবে না।

ইসলাম সৌন্দর্যচর্চাকে নিরুৎসাহিত করে না

ইসলাম স্বাভাবিক ও শালীন সৌন্দর্যচর্চাকে অনুমোদন করে। পরিচ্ছন্ন থাকা, সুন্দর পোশাক পরা এবং পরিপাটি জীবনযাপন ইসলামে প্রশংসনীয় ।কুরআনের বাণী–

‘হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ করো। খাও ও পান করো, তবে অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালোবাসেন না।’ (সুরা আল-আ‘রাফ: আয়াত ৩১)

সৌন্দর্য আর অহংকার এক নয়

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মানুষ তো চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, জুতো সুন্দর হোক–এটাও কি অহংকার?’ তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।’ (মুসলিম ১৪৭)

কেন ট্যাটু নিষিদ্ধ?

ইসলামে এমন সৌন্দর্যচর্চা নিষিদ্ধ, যা আল্লাহর সৃষ্টি করা স্বাভাবিক অবয়বে স্থায়ী পরিবর্তন আনে। যেমন–

– দাঁত কেটে সরু করা
– ভ্রু তুলে ফেলা
– শরীরে উল্কি বা ট্যাটু আঁকা

এসব কাজকে শরিয়তে হারাম বলা হয়েছে। কারণ এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বিকৃতি সৃষ্টি করে।

ইসলাম পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও পরিপাটিকে উৎসাহিত করলেও শরীরের স্বাভাবিক গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন এনে সৌন্দর্য বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে অনুমোদন করে না। ট্যাটু বা উল্কি তাই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। তবে কেউ অজ্ঞতা বা আবেগের বশে অতীতে ট্যাটু করে ফেললে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আন্তরিক তওবা, সংশোধনের চেষ্টা এবং নিয়মিত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা সম্ভব। কারণ আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হাদিসের আলো

মারেফাত ইবাদতবিমুখ করে না

আয়েশা (রা.) বলেন, নবী (সা.) রাতে (এত দীর্ঘ সময়) নামাজ আদায় করতেন যে তাঁর পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পিছের সব পাপ মোচন করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?’ (বুখারি, হাদিস : ৪৮৩৭)

হাদিসবেত্তাগণ বলেন,

১. হাদিসটি ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর উচ্চ নিষ্ঠা, আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রমাণ।

২. মারেফাত তথা আল্লাহর পরিচয় ও নৈকট্য লাভ বান্দাকে ইবাদতবিমুখ করে না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে অধিক মারেফাতের অধিকারী কেউ ছিল না।

৩. ইবাদত ও আনুগত্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের উত্তম মাধ্যম।

৪. মুমিন আল্লাহর নৈকট্য লাভে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও মুজাহাদা করবে, কিন্তু নিজের ক্ষতি হয় এমন বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে না। কেননা এতে মনমানসিকতা বিগড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

৫. মুমিনের অন্তর কখনোই আল্লাহর ভয় মুক্ত হবে না, সে দ্বিনের পথে যত মর্যাদাশীলই হোক না কেন। (মাউসুয়াতুল হাদিসিয়্যা)

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার

২০২৫ সালের ২৪ মে প্রথম আলোতে ‘ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারের ফিরে আসার আশঙ্কা কতটা’ শিরোনামে একটি কলাম লিখেছিলাম। তখন জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মাসানরি কুবোতা, কাওরু হিদাকা ও টাকু ইউকাওয়ার ‘দ্য পোস্ট-এক্সাইল ফেট অব লিডার্স: আ নিউ ডেটাসেট’ গবেষণার আলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম, ১৯৭০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে নির্বাসিত হওয়া ৯১ জন স্বৈরশাসকের মধ্যে দেশে ফিরে আবার রাষ্ট্রপ্রধান হতে পেরেছেন মাত্র ১৯ শতাংশ। আর যাঁরা দেশে ফিরেছেন, তাঁদের নির্বাসনের গড় সময় ছিল ৬ দশমিক ৬ বছর।

এক বছর পর বাংলাদেশে সেই আলোচনাই আবার সামনে এসেছে। তবে এবার বিষয়টি শুধু একজন ব্যক্তিকে নিয়ে নয়; বরং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ঘিরে। বিভিন্ন স্থানে দলটির সমর্থকদের ঝটিকা মিছিল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন প্রচারণা, টেলিভিশন টক শোতে আলোচনা–এই সবকিছুর মধ্যেই একই প্রশ্ন ঘুরে-ফিরে আসছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ কি আবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরতে পারবে?

তুলনামূলক রাজনৈতিক গবেষণা একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে দেখায়–ক্ষমতাচ্যুত কোনো দল নিজের শক্তিতে যতটা না ফিরে আসে, তার চেয়ে বেশি সুযোগ পায় পরবর্তী সরকারগুলোর দুর্বলতার কারণে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়। তখন মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক। সবাই চেয়েছিল দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, প্রশাসন স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে, অর্থনীতি স্থিতিশীল হবে এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটবে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল অনেক বেশি কঠিন। নানা যৌক্তিক-অযৌক্তিক ইস্যুতে আন্দোলন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুর, মব সহিংসতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ–সব মিলিয়ে মানুষের একাংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। তখনই কারও কারও মুখে শোনা যেতে থাকে, ‘আগেই তো ভালো ছিলাম।’

সাম্প্রতিক তুলনামূলক রাজনৈতিক গবেষণায় এই প্রবণতাকে বলা হয় ‘পলিটিক্যাল নস্টালজিয়া’। অর্থাৎ নতুন সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে অনেকেই অতীতের সরকারকে বর্তমানের চেয়ে ভালো মনে করতে শুরু করেন। কিন্তু এখানেই কেউ কেউ একটি বড় ভুল করেন। অনেকে মনে করেন, মানুষ যদি এই কথাটি বলতে শুরু করে, তাহলে বুঝি আওয়ামী লীগের ফিরে আসা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু গবেষণার ফলাফল ভিন্ন ইঙ্গিত দেয়।

কানাডার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস লক্সটন ও স্কট মেইনওয়ারিং তাঁদের লাইফ আফটার ডিক্টেটরশিপ: অথরিটেরিয়ান সাকসেসর পার্টিজ ওয়ার্লডওয়াইড’ বইয়ে দেখিয়েছেন, নতুন সরকারের ব্যর্থতা ক্ষমতাচ্যুত শাসক দলের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করতে পারে। কিন্তু সেটি কখনোই প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা দেয় না। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় যদি মানুষের একাংশ হতাশ হয়ে থাকে, সেটি রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি অংশ। কিন্তু সেই হতাশা কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থনে পরিণত হবে?

শেখ হাসিনা কি আওয়ামী লীগের চেয়েও বড়?

কারও কারও ধারণা, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে আওয়ামী লীগও আবার শক্তিশালী হবে। আবার অনেকে মনে করেন, শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, বিষয়টি এত সহজ নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস লক্সটন ও স্কট মেইনওয়ারিং-এর মতে, শুধু একজন নেতার ওপর ভর করে কোনো দল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। জনগণের আস্থা ফিরে পেতে হলে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়, নতুন বার্তা দিতে হয় এবং মানুষকে বিশ্বাস করাতে হয় যে দলটি সত্যিই পরিবর্তিত হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। ইউরোপ, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা হুবহু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এমনটি ভাবা ঠিক নয়। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি অনেকটাই ব্যক্তি, পরিবার ও আবেগনির্ভর। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে রাজনৈতিক পরিবারগুলো দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই শুধু পশ্চিমা রাজনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এটাও সত্য, শুধু পারিবারিক পরিচয় বা একজন জনপ্রিয় নেতাকে ঘিরে কোনো রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস তার বড় উদাহরণ। শুধু নেহরু-গান্ধী পরিবারের উত্তরাধিকার ধরে রেখে দলটি আগের অবস্থানে ফিরতে পারেনি। অন্যদিকে ফিলিপাইনে মার্কোস পরিবারের প্রত্যাবর্তনও শুধু পারিবারিক পরিচয়ের কারণে হয়নি। সংগঠন পুনর্গঠন, নতুন রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ এবং জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়ার চেষ্টাও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রাজনীতিবিজ্ঞানের গবেষণাও একই কথা বলে। বি□ং ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস: পার্টি সিস্টেমস ইন লাতিন আমেরিকা বইয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্কট মেইনওয়ারিং ও টিমোথি আর স্কালি দেখিয়েছেন, একটি রাজনৈতিক দলের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য শুধু একজন নেতার জনপ্রিয়তার ওপর নয়, বরং দলটি কতটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী (ইনস্টিটিউশনালাইজড), তার ওপর বেশি নির্ভর করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি শুধু শেখ হাসিনাকে ঘিরে নয়। আসল প্রশ্ন হলো, আওয়ামী লীগ কি নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে? অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারবে? নাকি শুধু অতীতের জনপ্রিয়তার স্মৃতির ওপরই নির্ভর করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরেকটি প্রশ্ন সামনে আসে। সেটি হলো, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ কি কোনো একসময় তাদের বর্তমান প্রতিপক্ষদের কারও সঙ্গে সমঝোতায় যেতে পারে? প্রশ্নটি শুনতে অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক সময় এমন সব ঘটনা দেখিয়েছে, যা একসময় অকল্পনীয় বলে মনে হয়েছিল।

> **আওয়ামী লীগের জন্য ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি রাজনৈতিক পরাজয় নয়; এটি দলটির হাজার হাজার নেতা-কর্মীর জন্য গভীর মানসিক অভিঘাতও। আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী দেশ ছেড়েছেন, আত্মগোপনে গেছেন, মামলা-মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়েছেন কিংবা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এই অভিজ্ঞতা অনেকের কাছে শুধু রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগতও। ফলে ভবিষ্যতে যদি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব কৌশলগত কারণে কোনো নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার কথা ভাবেও, প্রশ্ন থাকবে, দলের তৃণমূল কর্মীরা সেটি কতটা সহজভাবে গ্রহণ করবেন?**

বাংলাদেশের রাজনীতিই তার বড় উদাহরণ। স্বাধীনতার পর জাসদ ও আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিল তীব্র সংঘাতপূর্ণ। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোচনায় জাসদের ভূমিকা নিয়ে আজও বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই জাসদের একটি অংশই আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করে, আন্দোলন করে, এমনকি সরকারেও অংশ নেয়।

আবার ১৯৯০-এর দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইস্যুতে একই রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে আন্দোলন করেছে। পরে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনকে ঘিরেও রাজনৈতিক সমঝোতার বাস্তবতা তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাস নিজেই দেখায়, রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা স্থায়ী শত্রুর ধারণা সব সময় বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না।

দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, কোথাও কোথাও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শত্রুরাও সময়ের প্রয়োজনেই একসঙ্গে কাজ করেছে। তাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত, এনসিপি বা বিএনপির এই ধরনের সমঝোতার সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, আবার এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলাও সঠিক হবে না।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির গবেষণাও একই কথা বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলিয়াম রাইকার তাঁর দ্য থিওরি অব পলিটিক্যাল কোয়ালিশনস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কেয়ারে স্ট্রম অ্যা বিহেভিয়ারাল থিওরি অব কম্পিটিটিভ পলিটিক্যাল পার্টিজ বইয়ে দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলো শুধু আদর্শগত মিলের ভিত্তিতেই জোট গঠন করে না, অনেক সময় ভবিষ্যৎ ক্ষমতার সমীকরণ, নির্বাচন, সংসদীয় রাজনীতি এবং কৌশলগত প্রয়োজনও জোট গঠনের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে কি কখনো জামায়াতে ইসলামী কিংবা এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা হতে পারে? অথবা বিএনপির সঙ্গে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব নয়। কারণ, এখানে শুধু দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ নয়; আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তৃণমূলের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা।

আওয়ামী লীগের জন্য ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি রাজনৈতিক পরাজয় নয়; এটি দলটির হাজার হাজার নেতা-কর্মীর জন্য গভীর মানসিক অভিঘাতও। আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী দেশ ছেড়েছেন, আত্মগোপনে গেছেন, মামলা-মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়েছেন কিংবা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এই অভিজ্ঞতা অনেকের কাছে শুধু রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগতও। ফলে ভবিষ্যতে যদি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব কৌশলগত কারণে কোনো নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার কথা ভাবেও, প্রশ্ন থাকবে, দলের তৃণমূল কর্মীরা সেটি কতটা সহজভাবে গ্রহণ করবেন?

একই প্রশ্ন অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এনসিপি যদি নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তোলে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে, তাহলে সেই দলের নেতা-কর্মীরা কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা মেনে নিতে পারবেন? জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে কঠোর রাজনৈতিক সমালোচক; তাদের নেতা-কর্মীরাও কি এমন সমঝোতা সহজভাবে মেনে নেবেন? বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রশ্ন উঠবে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনই জানার কোনো উপায় নেই।

দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, কোথাও কোথাও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শত্রুরাও সময়ের প্রয়োজনেই একসঙ্গে কাজ করেছে। তাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত, এনসিপি বা বিএনপির এই ধরনের সমঝোতার সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, আবার এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলাও সঠিক হবে না।

সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব কার?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে কার ওপর? অনেকে হয়তো বলবেন, আওয়ামী লীগের ওপর। কিন্তু আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, উত্তরটি পুরোপুরি ঠিক নয়। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরিস ফিওরিনা তাঁর রেট্রোস্পেকটিভ ভোটিং ইন আমেরিকান ন্যাশনাল ইলেকশনস বইয়ে দেখিয়েছেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত অতীত সরকারকে নয়, ক্ষমতায় থাকা বর্তমান সরকারকেই বিচার করে।

বাংলাদেশের বাস্তবতাও ভিন্ন নয়। বিএনপি সরকার যদি মনে করে, দেশের সব সমস্যার জন্য শুধু আওয়ামী লীগ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়ী, তাহলে হয়তো কিছুদিন সেই কথা জনগণ মেনে নেবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষ বর্তমান সরকারের শাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি দমন ও গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ–এ রকম বিষয়গুলো দিয়েই তাদের মূল্যায়ন করবে। এখানেই কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে বড় সূত্রটি লুকিয়ে আছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আওয়ামী লীগকে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে? এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোনো দলকে টিকিয়ে রাখা বা নিশ্চিত করা নয়; বরং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। অপরাধের বিচার আদালত করবে, আর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার রায় দেবে জনগণ। আওয়ামী লীগ আমলে হওয়া বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম বা অন্য অপরাধগুলোর বিচার অবশ্যই হতে হবে। অপরাধের বিচার ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে এক করে ফেললে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই ঝুঁকিতে পড়বে।

কাজেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি শুধু প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে দমন করা দীর্ঘ মেয়াদে উলটো ফলও দিতে পারে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে, কোনো দলকে রাজনৈতিক পরিসর থেকে সরিয়ে দিলে তারা নিজেদের ‘নির্যাতিত’ হিসেবে তুলে ধরে সহানুভূতি অর্জনের সুযোগ পেতে চেষ্টা করে।

সবশেষে আবার মূল প্রশ্নটিতে ফিরে আসা যাক। আওয়ামী লীগ কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ফিরতে পারবে? এর উত্তর এখন কারও কাছে নেই। তবে ইতিহাস দেখায়, কোনো দল শুধু নিজের শক্তিতে টিকে থাকে না, আবার শুধু প্রতিপক্ষের দুর্বলতায়ও ক্ষমতায় ফেরে না। জনগণের সমর্থন, পরিবর্তনের সক্ষমতা, সুশাসনের প্রতিশ্রুতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাই শেষ পর্যন্ত দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার : শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ছেঁড়া নোটের বিড়ম্বনা ও 'বাংলা কিউআর' লেনদেন

নির্মল চক্রবর্তী

টাকা দিয়েই প্রতিদিনের জিনিসপত্র কেনাকাটা করি। এটি হচ্ছে পণ্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক। টাকা ছাড়া আধুনিক অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা অচল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে ছেঁড়া টাকা, পোড়া টাকা, আজেবাজে লেখাযুক্ত টাকা এবং ময়লা টাকায় ভরে গেছে পুরো দেশ। এসব টাকা দিয়ে লেনদেন করতে অনেক কষ্ট হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের খুচরা বাজারে এই জরাজীর্ণ টাকা গ্রাহকদের জন্য এক বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পাঁচ, ১০ ও ২০ টাকার মলিন ও ছেঁড়া কাগজের নোট দৈনিক বাজারব্যবস্থায় এক বড় ধরনের সংকট তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী–সবাই এসব নোট নিয়ে প্রতিদিন ভোগান্তির শিকার হচ্ছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের স্বাভাবিক গতিকেও ব্যাহত করছে।

জরাজীর্ণ এসব নোট নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের সাধারণ মানুষ। একজন দিনমজুর বা রিকশাচালক দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি করে যে টাকা উপার্জন করছেন, তার মধ্যে যদি দু-একটি এমন নোট ঢুকে যায়, তবে দিনশেষে চাল-ডাল কিনতে গিয়ে তাঁকে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। প্রতিদিন সামান্য কয়েক টাকার লেনদেন নিয়ে তৈরি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত তর্কাতর্কি, হাতাহাতি ও চরম তিক্ততা। বাস-লেগুনার কন্ডাক্টর, ফুটপাতের হকার, রিকশাচালক এবং সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে এই নোট আদান-প্রদান নিয়ে বচসা এখন নিত্যদিনের ঘটনা।

টাকা শুধু বিনিময়ের মাধ্যমই নয়, এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার এবং জাতীয় মর্যাদারও ব্যাপার। বিদেশি পর্যটক বা ব্যবসায়ীরা যখন দেশে আসেন, তখন তাঁদের হাতে এমন জরাজীর্ণ নোট গেলে তাতে দেশেরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

ছেঁড়া নোটের বিড়ম্বনা ও 'বাংলা কিউআর' লেনদেনঅথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, যেকোনো তফসিলি ব্যাংক ছেঁড়া, ফাটা ও ময়লাযুক্ত নোট পরিবর্তন করে নতুন বা উপযোগী নোট দিতে বাধ্য। বিশেষ করে পাঁচ, ১০, ২০ ও ৫০ টাকার ছোট নোট বিনিময়ের জন্য প্রতিটি ব্যাংকে বিশেষ কাউন্টার চালু রয়েছে। কিন্তু সেই সুফল লাভ মোটেই সহজলভ্য নয়। নিয়ম থাকলেও ব্যাংকগুলো এটি মানতেই চায় না। উল্টো আরো বিব্রত হতে হয়। অভিযোগ করেও তেমন একটা ফল হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা শুধু বিভিন্ন ব্যাংক শাখার দেয়ালে দেয়ালে শোভা পেতেই দেখা যায়। কিন্তু নির্দেশনাটুকু মানতে দেখা যায় না। ছেঁড়া-ফাটা, ত্রুটিপূর্ণ ও ময়লাযুক্ত নোট গ্রহণ এবং তার বিনিময় মূল্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। বলা হয়েছে, বিনিময় মূল্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, 'আপনার কাছে থাকা ছেঁড়া বা নষ্ট নোট বদলানোর জন্য আপনার অ্যাকাউন্ট থাকা যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখায় অথবা নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন। যেকোনো ব্যাংকের শাখা যদি ছেঁড়া-ফাটা নোট গ্রহণ করতে বা বদল করে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপন্থী। কোনো ব্যাংক শাখা সহযোগিতা না করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে।'

গত এপ্রিল মাসেও এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সার্কুলারে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্কুলারে বলা হয়, 'বাজারে ছেঁড়া-ফাটা ও ময়লাযুক্ত নোটের আধিক্য বেড়ে গেছে। ব্যাংকগুলোকে এসব নোট বদলে দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তার পরও এসব নোটের প্রচলন বাজারে বেড়েছে। এ কারণে ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পাঁচ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকার ছেঁড়া-ফাটা ও ময়লাযুক্ত নোট বদল করে নিতে বিশেষ কাউন্টার খোলার নির্দেশ দিয়েছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের ফেসবুক পেজেও সার্কুলারটি আপলোড করা হয়েছে। সার্কুলারটি দেখার পর দেশের নাগরিকরা যেসব মন্তব্য করেছে, তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

নাজমুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, 'ব্যাংকাররা কানাকে হাইকোর্ট দেখায়। ছেঁড়া-ফাটা নোট নিয়ে গেলে বলে, ছয় মাস পরে নতুন নোট নিতে হবে। তারা ১০০টা ছেঁড়া নোটের একটা বান্ডেল মিলিয়ে সেটা তাদের হেড অফিসে পাঠাবে, হেড অফিস বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাবে, বাংলাদেশ ব্যাংক হেড অফিসকে নতুন নোটের বান্ডেল দেবে, সেই নতুন নোটের বান্ডেল হেড অফিস থেকে ব্রাঞ্চে আসবে। এরপর গ্রাহককে নতুন নোট দেওয়া হবে। একাধিক ব্যাংকে গিয়ে এসব হয়রানিমূলক কথা শুনেছি।'

এস এম ইমামুল হক লিখেছেন, 'আপনাদের এই বক্তব্য ঘোষণা বা পোস্ট পর্যন্ত কার্যকর, সোনালী ব্যাংকে সেদিন দুই হাজার টাকা দিলাম নিল না। ম্যানেজারের রুম পর্যন্ত গেলাম। তিনি বললেন, আমরা এগুলো নিতে পারব না।'

ওমর শাহাদাত লিখেছেন, 'ইসলামী ব্যাংকে গিয়েছিলাম টাকা জমা দেওয়ার জন্য। ৫০০ টাকার ছেঁড়া নোট নেয় না, বলে নতুন টাকার ব্যবসায়ীদের কাছে দিতে।'

নাজমুল হোসাইন নাইম লিখেছেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নির্দেশনা মোটামুটি বেশির ভাগ ব্যাংকই মানে না। ছেঁড়া, ময়লা বা ফাটা জাতীয় টাকা দিলে কোনো ব্যাংকই গ্রহণ করে না। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ে দেয় এবং বলে, টাকা পরিবর্তন করে দিন। বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়গুলো খুব কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য।'

এমন কয়েক শ অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানিয়েছেন নেটিজেনরা। আর এসব অভিযোগে ছেঁড়া-ফাটা নোট ছাড়াও এসংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথাও সামনে এসেছে, যার সমাধান একেবারেই বাঞ্ছনীয়। ছেঁড়া-ফাটা নোট থেকে বাঁচতে এম মোরশেদ নামের একজন লিখেছেন, 'অতি জরুরি ভিত্তিতে ক্যাশলেস ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মান্ধাতার আমলের ব্যাংকিং কার্যক্রম আর কতকাল দেখবে জনগণ?'

ছেঁড়া-ফাটা নোট, জাল টাকা ও খুচরা টাকার ঝামেলা কমাতে ১ জুলাই থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে 'বাংলা কিউআর' লেনদেন ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে একটিমাত্র কিউআর কোড ব্যবহার করে ব্যাংক ও মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে মানুষের আর্থিক সচেতনতা বা ফিন্যানশিয়াল লিটারেসি। অর্থনীতিবিদদের মতে, শুধু প্রযুক্তি চালু করলেই হবে না। এই উদ্যোগ সফল করতে হলে সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে হবে। বিআইবিএমের সাবেক মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, দেশের মানুষের আর্থিক সচেতনতা এখনো কম। তাই স্কুল পর্যায় থেকেই ফিন্যানশিয়াল লিটারেসি শেখানো প্রয়োজন।

আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে মানুষের আর্থিক জ্ঞান বাড়ানো গেলে বাংলা কিউআরের মতো উদ্যোগ থেকে টেকসই সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে তবেই বাংলা কিউআর দেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থাকে আরো নিরাপদ, স্বচ্ছ ও সহজ করে তুলবে। লেখক : কবি ও সাংবাদিক

জুলাইয়ের চেতনা : ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস মূলত অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-প্রতিটি অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষের মুক্তি, বৈষম্যের অবসান এবং একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে এ দেশের মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে, যখন রাষ্ট্র জনগণের প্রত্যাশা থেকে বিচ্যুত হয়, তখন জনগণই পরিবর্তনের শক্তি হয়ে ওঠে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

জুলাইয়ের আন্দোলনকে কেবল একটি সরকারের পতনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেখলে এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এটি ছিল একটি গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘদিনের বৈষম্য, অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, মতপ্রকাশের সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থাহীনতার বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ ছিল এ গণ-অভ্যুত্থান। মানুষ রাজপথে নেমেছিল শুধু শাসক পরিবর্তনের জন্য নয়; তারা চেয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শনের পরিবর্তন। এ আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছেন কিংবা চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, তারা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে আত্মত্যাগ করেননি। তাদের বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ। তাদের সামনে ছিল পরিবার, শিক্ষা, কর্মজীবন ও অসংখ্য স্বপ্ন। তবুও তারা রাজপথে নেমেছিলেন, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিলেন-একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তার চেয়েও বড় হলো জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের এ আত্মত্যাগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য নৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।

আজ সেই আত্মত্যাগের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে কেবল স্মৃতিচারণার মাধ্যমে নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনায় তার প্রতিফলনের মাধ্যমে। শহীদদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু জীবিতদের দায়িত্ব এখন শুরু। তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, নতুন প্রজন্মের বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ন রাখা এবং রাষ্ট্রকে ন্যায়, জবাবদিহি ও সুশাসনের পথে এগিয়ে নেওয়াই আজকের সবচেয়ে বড় জাতীয় দায়িত্ব।

জুলাইয়ের আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণদের বড় একটি অংশ কোনো রাজনৈতিক পদ, ক্ষমতা কিংবা ব্যক্তিগত সুবিধার প্রত্যাশায় মাঠে নামেননি। তারা নেমেছিলেন একটি ন্যায্য রাষ্ট্রের দাবিতে। এই তরুণদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাদের নৈতিক অবস্থান। রাষ্ট্র যদি তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, যদি পুরোনো সংস্কৃতিই নতুন রূপে ফিরে আসে, তবে সেটিই হবে জুলাইয়ের চেতনার সবচেয়ে বড় পরাজয়। তাই জুলাইয়ের আদর্শকে ধারণ করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়; রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ-সবাইকে এ দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি গণ-আন্দোলনের মূল কারণ ছিল বৈষম্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য কিংবা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা-এসবই মানুষকে বারবার রাজপথে নিয়ে এসেছে। ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ যখন একটি অভিন্ন দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখনই ইতিহাসে পরিবর্তন এসেছে। জুলাই সেই জাতীয় ঐক্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

জুলাইয়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, রাষ্ট্রের শক্তির প্রকৃত উৎস জনগণ। জনগণের আস্থা ছাড়া কোনো রাষ্ট্র দীর্ঘদিন টেকসই হতে পারে না। আর সেই আস্থা অর্জনের একমাত্র পথ হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। যে রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার সমানভাবে সুরক্ষিত থাকে, যেখানে আইনের প্রয়োগ ব্যক্তি বা দলের পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে না, যেখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত অর্থে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র।

জুলাইয়ের চেতনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট অবস্থানও নির্দেশ করে। দুর্নীতি কেবল অর্থনৈতিক অপরাধ নয়; এটি রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে। একইভাবে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের সংস্কৃতি একটি রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। অতীতের এসব অভিজ্ঞতা থেকেই জনগণ পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল। তাই নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত-রাষ্ট্র পরিচালনায় সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা।

এর পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও মেধার মূল্যায়নও জুলাইয়ের চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী যদি তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ না পায়, তবে হতাশা বাড়বে, রাষ্ট্রের ওপর আস্থা কমবে এবং সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো-সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা। সেখানে চাকরি, শিক্ষা, প্রশাসনিক সুযোগ কিংবা অর্থনৈতিক অগ্রগতি কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর নির্ভর করবে না; নির্ভর করবে যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার ওপর।

জুলাই আমাদের আরেকটি বিষয়ও মনে করিয়ে দেয়-গণতন্ত্র কেবল নির্বাচননির্ভর একটি ব্যবস্থা নয়। গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ হয়, যখন সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে, সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ থাকে এবং নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবে সুরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের সমালোচনা করার অধিকার যেমন গণতন্ত্রের অংশ, তেমনই রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহি নিশ্চিত করাও গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। জুলাইয়ের আত্মত্যাগ এ মূল্যবোধগুলোকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানায়। আজ বাংলাদেশের সামনে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে। এ সুযোগকে যদি আমরা কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন হিসাবে দেখি, তবে তা হবে একটি বড় ভুল। এটিকে রাষ্ট্র সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন এবং সুশাসনের নতুন ভিত্তি নির্মাণের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইতিহাসে এমন মুহূর্ত বারবার আসে না। যারা জীবন দিয়েছেন, তারা একটি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব আজ আমাদের সবার।

জুলাইকে ধারণ করার অর্থ শুধু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ নয়, শুধু শোক বা শ্রদ্ধা নিবেদনও নয়। জুলাইকে ধারণ করার অর্থ হলো, দুর্নীতিকে না বলা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা, বৈষম্য কমানো, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকারকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এ মূল্যবোধগুলো যদি রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়, তাহলেই জুলাইয়ের আত্মত্যাগ অর্থবহ হবে।

জুলাই কোনো সমাপ্তি নয়; এটি একটি নতুন সূচনা। একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক বাংলাদেশ নির্মাণের দীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনা। সেই যাত্রায় রাষ্ট্র, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নাগরিক-সবার দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারি এবং জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে রাষ্ট্রকে সংযুক্ত রাখতে পারি, তাহলে জুলাইয়ের চেতনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। আর যদি আমরা সেই অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হই, তবে ইতিহাস আমাদেরও ক্ষমা করবে না।

অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস : সংসদ-সদস্য, পাবনা-৫ (সদর); প্রধান সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় কমিটি

কোথায় খরচ হবে?

তিনি জেলা প্রশাসন থেকে আরো ৫ লাখ টাকা দিয়ে মোট ২২ লাখের বেশি জমা করেন। যেহেতু ইতিমধ্যে তাঁর বদলীর আদেশ চলে আসে তাই ২৩ জুন মঙ্গলবারের মধ্যে বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলেট ত্যাগ করেন।

১২ সদস্যের কমিটি গঠন

এরপর ২৬ জুন শুক্রবার সিলেটে আসেন স্থানীয় এমপি শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি সিলেটের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সভা করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিবে বলে জানান। সেই হিসেবে ১ মাস পুর্ণ হবে আগামী ২৫ জুলাই। ওই তারিখে মাজারের টাকা খরচের পদ্ধতি ঘোষণা করা হবে।

১২ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছেন সিটি করপোরেশন প্রশাসক, জেলা প্রশাসনের প্রশাসক, সিলেট উন্নয়ন সংস্থার প্রশাসক, ডিআইজি, মাজারের খাদিম পরিবারের দুইজন, দরগাহ মসজিদের প্রতিনিধি ও দরগাহ মাদ্রাসার প্রতিনিধি। এই সময়ে মাজারের বিষয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জেলাপ্রশাসক।

পাগলা মসজিদের পদ্ধতি

শাহজালালের মাজারের টাকা গগনা নিয়ে যখন আলোচনা তুঙ্গে তখন কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদের টাকা গগনার সংবাদ লাইভ সম্প্রচার করা হয়। তাই দেশবাসী জানতে পারেন পাগলা মসজিদে কতটাকা মানুষ দান করেছে এবং এই টাকা কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ দাবী তুলেন পাগলা মসজিদের পদ্ধতিতে টাকা গননা ও খচর করতে হবে।

কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনায় যাবতীয় খরচের পর তহবিলে জমা ছিলো ১১৪ কোটি টাকা । ছয় মাস পর ২৭ জুন শনিবার প্রকাশ্যে দান বাক্স খোলা হয় । পাওয়া যায় আরো প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এখন সব মিলিয়ে ব্যাংকে জমা হয়েছে ১৩০ কোটি টাকা। ডিসি এসপির উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ১৩ ঘন্টায় ৪৩ বস্তা টাকা গননা শেষে মিডিয়ায় ব্রিফিং করা হয়।

লন্ডনে প্রতিবাদ সমাবেশ

এদিকে শাহজালাল (রহ:) মাজারে দানের অর্থ লুটপাটের ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে সুদূর লন্ডনেও। ২৩ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটির বিশিষ্টজন। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডিসি সারওয়ার আলমকে পুনর্বহাল ও মাজারের দানের অর্থ লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

চোখ খুলে দিলেন ডিসি

সাধারণ মানুষ মনে করেন, ডিসি সারওয়ার আলমকে চলে যেতে হয়েছে । সরকারি নির্দেশনা তাঁকে মানতে হয়েছে। এটাই বাস্তবতা। তবে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। মাজারের ৭শ বছরের ইতিহাসে কেউ কি কোনো দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব চাইতে পেরেছে? আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া যায়- এটা ভাবতেও পারেনি। মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার ছিলোনা-মাজারের টাকা কোথায় যায়? কে খায়। এ নিয়ে মানুষের তেমন মাথা ব্যাথাও ছিলোনা। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন কারা মান্নতের টাকা খাচ্ছে? খাদেমগোষ্ঠির নেতারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে মিডিয়ায় বক্তব্য দিলেন। মানুষ তাদের চিনতে পারলো। এই ধাক্কায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে। মানুষ বুঝে-শুনে মাজারে দান করতে শিখবে ।

মিডিয়া যেভাবে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যেভাবে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে- খুব বেশি দেরি নয়, একসময় মাজারের হিসাব নিকাশে জবাবদিহিতা আসতেই হবে। এদিকে ডিসি সারওয়ার আলমের এই ধাক্কার আঁচড় লেগেছে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা শতশত মাজারে। এখন চতুর্দিকেই মাজারের টাকার হিসাব নিকাশের দাবী ওঠেছে।

মাজারের টাকা কিভাবে খরচ করা উচিত

সচেতন মহল মনে করেন এখন থেকে এই টাকা প্রকাশ্যে গননা হতে হবে। এখন দরগাহের খাদেমদের আর ভোগ করতে দেওয়া যাবেনা। মাজারের উন্নয়নেই এই টাকা ব্যয় হবে।

প্রতি মাসে কিংবা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ্যে দানবাক্স ও ডেগের টাকা গণনা করতে হবে । সমস্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। নগদ টাকার পাশাপাশি গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, লাউ, কদুসহ যা কিছু মাজারে দান হিসেবে আসে, সেগুলো নিলামে বিক্রি করে তার অর্থ মাজারের ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে।

সরকার একজন সিইও বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। তিনি পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর অধীনে বিভিন্ন স্তরে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। একটি আধুনিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পুরো দরগাহ পরিচালিত হবে।

মাজারের অর্থ দিয়ে মাজারের উন্নয়ন করা হবে। পুরো মাজার এলাকায় উন্নতমানের টাইলস বসানো হবে। একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করা হবে। নারীদের জন্য কমপক্ষে ছয়তলা একটি পৃথক ভবন নির্মাণ করা হবে। সেখানে নামাজের সুব্যবস্থার পাশাপাশি নারী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালিত হবে। নারী শিক্ষা একাডেমি থাকবে। প্রতিটি তলায় থাকবে উন্নতমানের টয়লেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা।

দরগাহ প্রাঙ্গণে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আন্তর্জাতিক মানের কমন বাথরুম ও টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। তারা চব্বিশ ঘন্টা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

দরগাহের পুকুরটি আধুনিক নকশায় সুইমিং পুলের মতো সংস্কার করা যেতে পারে। স্বচ্ছ পানি প্রবাহের ব্যবস্থা থাকবে। একদিকে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করবে, অন্যদিকে ময়লা পানি নিষ্কাশিত হবে । বিভিন্ন প্রজাতির দৃষ্টিনন্দন মাছ সংরক্ষণ করা হবে। চারপাশে বসার উন্নত ব্যবস্থা থাকবে। দর্শনার্থীরা সেখানে বসে সময় কাটাবেন, বিশ্রাম নেবেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবেন।

পর্যাপ্ত পর্যটন পুলিশ নিয়োজিত থাকবে। প্রয়োজনে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রও স্থাপন করা হবে। টাউট, বাটপার ও পকেটমারমুক্ত একটি নিরাপদ এলাকা গড়ে তুলতে হবে। যাতে দেশ-বিদেশ থেকে আগত দর্শনার্থীরা নিশ্চিন্তে মাজার পরিদর্শন করতে পারেন।

তাহলেই দেখা যাবে, শাহজালালের মাজার বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হবে। শুধু দেশের ভেতর থেকেই নয়, দর্শনার্থীরা আসবে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। তখন আয়ও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সেই আয় দিয়ে দরগাহ পরিচালনার পাশাপাশি সিলেটে বিভিন্ন শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কওমি মাদ্রাসা, এতিমখানা এবং জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠান এই অর্থের সুফল পেতে পারে।

মাজারের অর্থ তো মাজারের উন্নয়নেই ব্যয় হওয়ার কথা। মাজারে যে গরিব-মিসকিনরা আসে, তাদের কল্যাণেই ব্যয় হওয়ার কথা। এটি তাদের প্রাপ্য। এটি তাদের প্রাপ্য নয়, যারা সম্পদের পাহাড় গড়েছেন ।

৩০০ পরিবার কারা

মাজারের অন্যতম খাদেম মুফতি রায়হান উদ্দিন মুন্না মিডিয়াকে বলেন, হযরত শাহজালাল (র.) বিয়ে করেননি। তবে তার ভাগনে বিয়ে করেছিলেন। শাহজালাল (র.) জীবিত থাকতেই তার মাজারের উত্তোলিত টাকার কিছু অংশ তার ভাগনের সংসারের খরচের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

সেই ধারাবাহিকতা এখনও রয়েছে। এখন সেই ভাগনের উত্তরসূরী প্রায় ৩০০ পরিবার আছে সিলেটে, যারা সরওকুম, মুফতি ও সৈয়দ পরিবার নামে পরিচিত। খাদেম বলেন, এই ৩০০ পরিবার থেকে প্রতিদিন একেকজন মাজারের তদারকি ও ব্যবস্থাপার দায়িত্ব পালন করেন। যা 'বারি প্রথা' নামে পরিচিত। যিনি যেদিন দায়িত্ব পলন করেন তিনি মাজারের রক্ষণাবেক্ষন খরচ, কর্মীদের বেতন, লঙ্গরখানার থাকা-খাওয়ার খরচ ব্যয় করে যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে যান। মাজারের ব্যস্থাপনার দায়িত্ব পালনের হাদিয়া হিসেবেই তিনি এই টাকা নেন। আবার সদকা হিসেবে কেউ কিছু দান করলে তা উপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করা হয়। রায়হান উদ্দিন মুন্না বলেন, "আমরা কখনোই মাজারে দান করার জন্য প্রচার চালাই না। কাউকে বলিও না। এমনকি মাজারের ওরসেরও কোনো প্রচার চালানো হয় না। লোকজন নিজের ভক্তি ও ভালোবাসা থেকেই এখানে আসেন, দান করেন।"

শাহজালাল (র.) মাজারে দিনে কত টাকা ওঠে এই বিষয়ে মাজার ভক্তদের সংগঠন আশেকানে আউলিয়া বাংলাদেশের চেয়ারম্যান জামান চৌধুরী বলেন, "মাজারে কত টাকা ওঠে তার নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কোনো কোনো দিন ২০-২৫ হাজার, কোনোদিন ৫০ হাজার; আবার বৃহস্পতিবার বা এরকম যেসব দিনে ভক্ত সমাগম বেশি হয়, সেসব দিনে এক থেকে দেড় লাখ টাকাও আসে।"

মাজার যেভাবে চলছে

মাজারের খাদেম, ভক্ত ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রশাসনিক পদক্ষেপের পর মাজারের সব কার্যক্রম ও সেবা যথারীতি আগের মতই চলছে। নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত খাদেম পরিবার প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করছেন। শুধু দানের টাকা তারা তুলতে পারছেন না।

তারা বলেন, মাজার কর্তৃপক্ষ সবার সহযোগিতা নিয়ে ও সবার সঙ্গে সমন্বয় করেই কাজ করছেন। যখন টাকার প্রয়োজন পড়ছে, নিজেরাই দিচ্ছেন।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মাজারের অন্যতম খাদেম জামান চৌধুরী বলেন, "বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় মিটানো হচ্ছে। দরগার পানির মোটর নষ্ট হয়েছিল, এই মোটরের পানি দরগাহে আসা লোকজন পান করেন। মোটরটি দুদিন নষ্ট থাকার পর একজন ব্যক্তি ঠিক করার খরচ দিলে ঠিক করা হয়। "দরগাহে অনেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। এভাবে কতদিন চলবে বুঝতে পারছি না?"

নামবে বিদেশি এয়ারলাইন্সের

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ, আধুনিক কার্গো ওয়্যারহাউস নির্মাণ এবং নতুন টার্মিনালসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন বা চলমান রয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও বিদেশি কোনো এয়ারলাইনস নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে না। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লন্ডন, ম্যানচেস্টার, সৌদি আরব, কাতার, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ ও আবুধাবি রুটে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এ ছাড়া আগামী আগস্ট থেকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস সিলেট-মক্কা ও সিলেট-মদিনা রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ওসমানী বিমানবন্দরে প্রথম বিদেশি এয়ারলাইনস হিসেবে ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে দুবাইভিত্তিক ফ্লাইদুবাই। শুরুতে সপ্তাহে পাঁচ দিন এবং পরে প্রতিদিন ফ্লাইট পরিচালনা করলেও নিজস্ব ব্যবসায়িক কারণে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তারা সিলেট-দুবাই রুট থেকে সরে যায়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি আবারও এ রুটে ফ্লাইট চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

জাতীয় সংসদে বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা জানিয়েছেন, ফ্লাইদুবাইকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহযোগিতা দেওয়া হবে। ট্রাভেলসংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, বছরের শেষ নাগাদ এয়ারলাইনসটি আবারও সিলেট থেকে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে পারে।

এদিকে ওমানভিত্তিক বাজেট এয়ারলাইনস সালামএয়ার সিলেট-মাস্কাট রুটে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এ রুটে ফ্লাইট চালু হতে পারে। এতে তুলনামূলক কম খরচে ওমানপ্রবাসী যাত্রীদের যাতায়াতের সুযোগ বাড়বে।

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ আহমদ জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে সালামএয়ার সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনার আগ্রহ দেখিয়েছে। অন্যদিকে গত রবিবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিলেট-ম্যানচেস্টার সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু হয়েছে। পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও কয়েকটি গন্তব্যেও আকাশ যোগাযোগ সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও জোরদার হবে।

যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের জন্যও সম্ভাবনা

যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের জন্যও সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। সালামএয়ারের যে ফ্লাইট ওমান-টু- সিলেট যাবে, এই ফ্লাইটের সাথে লন্ডনের ফ্লাইট কানেক্ট করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। যদি এটা সম্ভব হয়, তাহলে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটের অধিবাসীরা লন্ডন থেকে ওমান হয়ে সরাসরি সিলেট যেতে পারবেন। যেহেতু সালামএয়ার বাজেট এয়ারলাইন্স তাই ভাড়াও কম পড়বে। বিমানের লন্ডন-সিলেট ফ্লাইটেরও ওপর চাপ কমবে।

যেকারণে স্টারমারের রাজনৈতিক

খুব দ্রুতই ক্ষয়ে যেতে শুরু করে সেই জনসমর্থন। প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি, জনকল্যাণ খাতে কাটছাঁট, অভিবাসন নিয়ে বিতর্ক, ফিলিস্তিন ইস্যুতে সমালোচনা, ইউক্রেনকে দৃঢ় সমর্থন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্কের কারণে স্টারমারের জনপ্রিয়তায় ধস নামে। এ অবস্থায় তিনি নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন। স্টারমারসহ মাত্র ১০ বছরে ৬ প্রধানমন্ত্রীর রদবদল ঘটেছে ব্রিটেনে। রুশ গণমাধ্যম আরটি প্রতিবেদনে তার রাজনৈতিক পতনের কারণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্টারমার কতটা অজনপ্রিয় ছিলেন?

স্টারমারের জনপ্রিয়তা খুব বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই তার মোট জনসমর্থন ৭ শতাংশ থেকে শূন্যে নেমে আসে। ৫২ শতাংশ ব্রিটিশ নাগরিক ইপসোসকে জানান, তাদের মতে দেশটি 'ভুল পথে' এগোচ্ছে। জরিপ সংস্থা ইউগভ জানায়, তাদের জরিপ স্কেলে স্টারমারের জনসমর্থন ছিল ৪৮, যা যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাকে অজনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীদের একজন হিসাবে চিহ্নিত করে।

কর বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচন নীতি ব্যর্থ

২০২৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে কর কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণে ব্যর্থ হন স্টারমার। একের পর এক কর বৃদ্ধি করে তার সরকার। ব্রিটিশ করদাতা সংগঠন ট্যাক্সপেয়ার্স অ্যালায়েন্সের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি ১০ দিনে একটি নতুন কর আরোপ বা পুরোনো কর বাড়িয়েছে স্টারমারের সরকার। স্টারমারের আগে রক্ষণশীল সরকারগুলোর আমলেই ব্রিটেনে জীবনযাত্রার মানের অবনতি, জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অনেক ভোটার আশা করেছিলেন, নতুন সরকার তাদের ওপর থাকা অর্থনৈতিক চাপ কমাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে স্টারমার সরকার জনকল্যাণ খাতে ব্যাপক ব্যয় সংকোচনের ঘোষণা দেয়।

বাকস্বাধীনতা ও অভিবাসন ইস্যুতে বিতর্ক

২০২৪ সালের শেষদিকে অভিবাসনবিরোধী সহিংস বিক্ষোভ মোকাবিলায় স্টারমার সরকারের পদক্ষেপ ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। সে সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিবাসনবিরোধী পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে শতশত মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে জায়গা খালি করতে কিছু সহিংস অপরাধীকে আগাম মুক্তি দেওয়া হয়, যাতে বিক্ষোভে জড়িত ব্যক্তি ও তাদের অনলাইন সমর্থকদের কারাবন্দি করা যায়। এছাড়া স্টারমারের সমর্থিত অনলাইন সেফটি বিলও (অনলাইনে ক্ষতিকর ও অবৈধ কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ বিল) ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। সমালোচকদের দাবি, এ আইন ব্রিটেনে বাক্‌স্বাধীনতা আরও সীমিত করবে। সমালোচকদের মতে, এসব বিতর্কের পাশাপাশি অবৈধ অভিবাসন কমাতে ব্যর্থ হওয়াও স্টারমার সরকারের জন্য বড় রাজনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ফিলিস্তিন ইস্যু

২০২০ সালে লেবার পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণের পর দলের সাবেক নেতা জেরেমি করবিনের ফিলিস্তিনপন্থি নীতিগুলো বর্জন করেন স্টারমার। এছাড়া ২০২৩ সালের শেষদিকে গাজায় যুদ্ধ চলাকালে দলীয় অনেক সদস্য যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও স্টারমার তা সমর্থন করেননি। বরং তিনি প্রকাশ্যে ইসরাইলের নিরাপত্তা পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানান, যা দলটির বামপন্থি ও মুসলিম সমর্থকদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। পরে অবশ্য তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে সমর্থন জানান। তবে সমালোচকদের মতে, ততদিনে অনেক মুসলিম ও বামপন্থি ভোটার তার দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

এপস্টেইন ফাইল নিয়ে বিতর্ক

স্টারমারের ভাবমূর্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বিতর্কিত এপস্টেইন ফাইল। পিটার ম্যান্ডেলসন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্টারমারের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার পর ম্যান্ডেলসনকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার সময় স্টারমার ম্যান্ডেলসনের এপস্টেইন-সংযোগ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

১০ বছরে ৬ প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনে

গত এক দশকে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বে একের পর এক পরিবর্তন ঘটেছে। মাত্র ১০ বছরে ৬ প্রধানমন্ত্রীর রদবদল ঘটেছে। নেতৃত্বের এই ঘনঘন পরিবর্তন কেবল ক্ষমতার রদবদল

নয় বরং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক চাপ এবং দলীয় বিভাজনেরও প্রতিফলন। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে ব্রেক্সিট গণভোটে হেরে

যাওয়ার পর পদত্যাগ করেন ডেভিড ক্যামেরন। এরপর থেরেসা মে দায়িত্ব নেন এবং ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সমঝোতা চুক্তি বারবার সংসদে ব্যর্থ হওয়ায় ২০১৯ সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। বরিস জনসন ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ব্রেক্সিট সম্পন্ন করেন। তবে ধারাবাহিক কেলেঙ্কারি এবং মন্ত্রীদের পদত্যাগের ঢেউ তার সরকার দুর্বল করে তোলে। ফলে ২০২২ সালে পদত্যাগ করেন বরিস জনসন। একই বছরে লিজ ট্রাস দায়িত্ব নিয়ে কর কমানোর পরিকল্পনা ঘোষণার পর বাজারে তীব্র অস্থিরতা দেখা দেয় এবং মাত্র ৪৯ দিনের মাথায় তিনি পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভরা বড় ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর ঋষি সুনাক ক্ষমতা ছাড়েন।

স্ত্রীকে হত্যার পর ৮ ফুট

২০ জুন রাত আনুমানিক ৯টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে আলমগীর হোসেন তার স্ত্রী জাহেদা বেগমকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। হত্যার পর ঘটনাটি গোপন রাখতে গভীর রাতে বসতবাড়ির উঠানের একপাশে গর্ত খুঁড়ে মরদেহ মাটিচাপা দেয় আলমগীর। ঘটনার কয়েকদিন পর সন্দেহ এড়াতে পরিকল্পিতভাবে নতুন নাটক সাজান আলমগীর। রাজনগর থানায় গিয়ে স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে চান।

একই সঙ্গে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে তিনি দাবি করেন, তার স্ত্রী কাউকে না জানিয়ে গোপনে বিদেশে চলে গেছেন। তবে জিডি করতে গিয়ে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা ও অস্বাভাবিক আচরণে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তার। পরে তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে এক পর্যায়ে তিনি ভেঙে পড়েন এবং হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়ে অপরাধ স্বীকার করেন। পুলিশের কাছে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাজনগর থানা পুলিশ আলমগীরের বাড়ির উঠান খুঁড়ে জাহেদা বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত জাহেদা বেগম রাজনগর উপজেলার মুন্সিবাজার ইউনিয়নের সুনাটিকি গ্রামের আব্দুল হান্নানের মেয়ে। এঘটনায় স্বামী একই ইউনিয়নের করিমপুর চা বাগানের আলমগীর আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতে পুলিশ লাশ উত্তোলন করে মর্গে পাঠায়। তবে কী কারণে তাকে হত্যা করেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজনগর উপজেলার মুন্সিবাজার ইউনিয়নের সুনাটিকি গ্রামের আব্দুল হান্নানের মেয়ে জায়েদা বেগমের বিয়ে হয়েছিল একই ইউনিয়নের করিমপুর চা বাগানের আলমগীর মিয়ার সাথে। তাদের ঘরে ৬ বছরের একটি ছেলে আছে। গত ১৮ জুন জায়েদা বেগমের স্বামীর বাড়ী (আলমগীর আলীর বাড়ি) থেকে নিখোঁজ হন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখোঁজি করে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি তদন্তের দায়িত্বপান রাজনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরূপ সরকার। বিষয়টি তদন্তে নেমে আলমগীরের আচরন সন্দেহজনক মনে হলে তাকে পুলিশ হেফাতে নেয়া হয়। পরে পুলিশের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আলমগীর জায়েদাকে হত্যা করে লাশ মাটির নিচে পুতে রেখেছে বলে স্বীকার করে। পরে রাজনগর থানার পুলিশ তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জেলা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম এবং রাজনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিপুল সিকদারের উপস্থিতিতে সোমবার আলমগীর আলীর নিজ বাড়ি উঠোনের সামনে ৮ ফুট মাটির নিচ থেকে জায়েদার মরদেহ উত্তোলন করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় জায়েদার স্বামী আলমগীর আলী (৪০), জালাল আহমদ, আমিনুল ইসলাম ও নুরুল মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নিহতের পিতা আব্দুল হান্নান বলেন, আলমগীর আমার মেয়ে সৌদিআরব চলে গেছে বলে জানায়। সে কোন প্রমান দেখাতে না পারলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলমগীরকে পুলিশে সুপর্দ করা হয়। পরে সে হত্যার কথা স্বীকার করে। আমরা এর সঠিক বিচার চাই।

রাজনগর থানার ওসি মো. ফরিদ উদ্দিন আহমদ ভূঁইয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অভিযুক্ত আলমগীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হবে।

মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম বলেন, জায়েদা বেগম নিখোঁজ হওয়ার পর তার বাবা ৩জুলাই রাজনগর থানায় জিডি করেন। জিডির প্রেক্ষিতে তার স্বামী আলমগীর আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জায়েদাকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করে। তার দেওয়া তথ্য মতে আজ তার উঠানের সামন থেকে ৮ফুট নিচে পুতে রাখা জায়েদার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দাম্পত্য কলহের কারণে হত্যা হতে পারে। পুরো ঘটনা উদঘাটনে তদন্ত চলছে।

১ কোটি পাউন্ড ট্যাক্স দিলেন

রাজপরিবারের প্রধান তহবিল 'সোভরেন গ্রান্ট' ২০২৭-২৮ অর্থবছরে প্রায় ১০ কোটি পাউন্ডে উন্নীত হবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজা চার্লস ১ কোটি ১৭ লাখ পাউন্ড এবং প্রিন্স উইলিয়াম ৮৩ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ড কর দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে এ পর্যন্ত রাজা চার্লস ও প্রিন্স উইলিয়াম মিলিয়ে যুক্তরাজ্যের রাজস্ব বিভাগে ৫ কোটি পাউন্ডের বেশি কর জমা দিয়েছেন। রাজা ও প্রিন্স উইলিয়ামের কার্যালয় জানিয়েছে, করের তথ্য প্রকাশ তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বাকিংহাম প্যালেসের ভাষ্য, এর মাধ্যমে রাজপরিবারের আর্থিক বিষয়ে জনগণের কাছে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি তৈরি হবে। তবে কর বিশেষজ্ঞদের মতে এই তথ্য যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। ট্যাক্স পলিসি অ্যাসোসিয়েটসের প্রতিষ্ঠাতা ড্যান নেডল বলেন, প্রকাশিত তথ্য খুবই অস্পষ্ট। এতে বোঝা যাচ্ছে না কতটা আয়কর, কতটা মূলধনী মুনাফা কর এবং কর নির্ধারণের আগে কী কী ব্যয় বাদ দেওয়া হয়েছে।

রাজা চার্লস প্রতি বছর ডাচি অব ল্যাঙ্কাস্টার এস্টেট থেকে ব্যক্তিগত আয় পান, যা তার সরকারি ও ব্যক্তিগত ব্যয় মেটাতে ব্যবহৃত হয়। সূত্র: বিবিসি

নতুন হাইকমিশনার মুহাম্মদ আবদুল

মুহাম্মদ আবদুল মুহিত বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসের ১১তম বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের কর্মকর্তা। ১৯৯৩ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদানের মাধ্যমে শুরু হওয়া তাঁর কূটনৈতিক কর্মজীবন তিন দশকেরও বেশি সময়ের।

তিনি ওয়াশিংটন ডিসি, রোম, দোহা ও কুয়েতের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া ইউরোপের দেশগুলোতেও তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে তিনি অস্ট্রিয়া ও ডেনমার্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। একইসঙ্গে হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া, স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া ও আইসল্যান্ডে সমবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুহিত ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি (রাষ্ট্রদূত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের বহুপাক্ষিক কূটনীতি, শান্তিরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

২০২৪ সালে তিনি ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ ও ইউএনওপিএস-এর যৌথ নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একইসঙ্গে জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিশনের-এর চেয়ার হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক পরিম-লে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন।

মুহাম্মদ আবদুল মুহিত সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এছাড়াও কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষায় তাঁর একটি ডিপ্লোমা ডিগ্রি রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং রুবি পারভীন তাঁর সহধর্মিণী। এই দম্পতি দুই কন্যাসন্তানের জনক-জননী।

মুহিত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কাজ করেছেন। বহুপাক্ষিক কূটনীতি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছে।

যুক্তরাজ্যে স্কুলে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ

কথাবার্তা ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে । পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত হবে। মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত নির্ভরতা কমবে।

বার্নসলির একটি স্কুলের গণিত শিক্ষক বিল মরিস বলেন, সকালে শিক্ষার্থীদের ফোন জমা নেওয়া এবং ছুটির সময় ফেরত দেওয়ার ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে বেশি কথা বলছে এবং বাস্তব জীবনের যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে তুলছে।

তিনি আরও বলেন, অনেক শিক্ষার্থী গভীর রাত পর্যন্ত টিকটক ব্যবহার করে ক্লান্ত অবস্থায় স্কুলে আসে। তাই এই উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষকদের জন্যও কি একই নিয়ম?

নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, স্কুল চলাকালীন শিক্ষকদেরও শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

তবে পাঠদান, হোমওয়ার্ক দেওয়া, পুরস্কার বা শাস্তির তথ্য সংরক্ষণ এবং নিরাপদ অ্যাকাউন্টে লগইন করার মতো অফিসিয়াল কাজে ফোন ব্যবহার করা যাবে।

যুক্তরাজ্যের অন্যান্য এলাকায় কী নিয়ম?

শিক্ষাব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত হওয়ায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ম ভিন্ন। স্কটল্যান্ডে ২০২৪ সাল থেকেই প্রধান শিক্ষকরা ফোন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পেয়েছেন।

ওয়েলসে জাতীয়ভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে। উত্তর আয়ারল্যান্ডে কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে ফোনমুক্ত কর্মসূচি চালানো হয়েছে। এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন শিগগিরই প্রকাশ করা হবে।

নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর ইংল্যান্ডের সব স্কুলকে নিশ্চিত করতে হবে যে, শিক্ষার্থীরা স্কুল চলাকালীন স্মার্টফোন ব্যবহার করতে না পারে। তবে কীভাবে এই নিয়ম বাস্তবায়ন করা হবে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের। সূত্র: বিবিসি

গুনতে হবে ১০ হাজার পাউন্ড

শাবানা মাহমুদ। গতকাল সোমবার রাজধানী লন্ডনে মন্ত্রণালয়কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে শাবানা বলেছেন, "আশ্রয় সহায়তা পাওয়া একটি অধিকার তবে একইসঙ্গে এটি দায়িত্বও বটে। আমরা নাগরিকদের ওপর করের বোঝা আর বাড়াতে চাই না। যারা ব্রিটেনের জনগণের উদারতার প্রতিদান দিতে প্রস্তুত, তারাই এ দেশে আশ্রয় পাবেন।"

সংবাদ সম্মেলনে শাবানা আরও জানান, এই ফি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর প্রযোজ্য হবে। সূত্র : রয়টার্স

বাংলাদেশির ১৫ বছর কারাদণ্ড

গিয়েছিলেন। তিনি ওয়েস্ট সাসেক্সের ওয়ার্থিংয়ে বাস করতেন। ২০২৩ সালের আগস্টে স্ন্যাপচ্যাট ও টিকটকের মাধ্যমে ১২ বছরের প্রতিবন্ধী মেয়েটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শুরু হয়। মেয়েটি নিজের বয়স জানালেও তারেক বারবার তাঁকে চাপ দিয়ে দেখা করতে রাজি করান। তারেকের বয়স সে সময় ১৭ বছর ছিল।

প্রসিকিউশনের আইনজীবী স্টিভেন মলয় জানান, প্রথম দেখাতেই তারেক গাড়িতে করে মেয়েটিকে এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে নির্যাতন করেন। বাড়িটির ভেতরে, গাড়ির পেছনে ও অন্যান্য স্থানে মেয়েটিকে তিনি একাধিকবার ধর্ষণ করেন। ওই সময়ে তারেক কোনো সুরক্ষাসামগ্রীও ব্যবহার করেননি। অন্যদিকে, মেয়েটির কোনো যৌন অভিজ্ঞতা ছিল না। ঘটনার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আদালতে ভুক্তভোগী বলেন, 'আমার জীবন পুরোপুরি বদলে গেছে। স্কুলে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ওই ঘটনা মনে পড়ে যায়। স্কুলে যেতে ভয় লাগে। ছয় মাস ধরে মায়ের সঙ্গে ঘুমাতে হয়েছে। দরজায় মাথা ঠেকিয়ে মেঝেতে শুয়েছি। আমি এখনো সেই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এটা আমার শৈশব, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে।'

মেয়েটির মা বলেন, 'আমার মেয়ের মানসিক ক্ষতি হয়েছে। সে এখন ভুল জিনিস দেখে ও শোনে। আগের চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্মুখী হয়ে গেছে।'

প্রবেশন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তারেকের সাংস্কৃতিক পটভূমি মেয়েশিশুদের প্রতি তাঁর মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে।

২০২৪ সালের মে মাসে তারেক দ্বিতীয় ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন যার বয়স ছিল তখন মাত্র ৯ বছর। তারেক ওই শিশুকে নিজের হস্তমৈথুনের ভিডিও পাঠান এবং ওই শিশুকেও যৌনকাজের ভিডিও পাঠাতে বাধ্য করেন। এই ঘটনার পর মেয়েটি খুব 'উদ্বিগ্ন' বোধ করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় ভুক্তভোগীর বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমি নাচের ক্লাস ছেড়ে দিয়েছি। স্কুলে মন বসে না। মায়ের কাছে থাকতে চাই। তিনি আমার ইমোশনাল পার্টনার।'

তার মা বলেন, 'ঘটনার পর খুব ছোট বয়সেই আমাদের মেয়েকে যৌনতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।'

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারেক ঘটনাগুলোকে 'সিলি মিসটেক' ও 'বয়সের দোষ' বলে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জামিনে থাকার সময়ও তিনি অন্য শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তাঁর ডিভাইসে শিশু পর্নোগ্রাফিসংক্রান্ত উপাদানও পাওয়া গেছে।

নেতানিয়াহুর ওপর নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও বিচারমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের ৭১ জন সংসদ সদস্য (এমপি) ও পিয়ার। এ দাবিতে তারা গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের ফরেন সেক্রেটারি ইভেট কুপারের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

লেবার পার্টির এমপি নিল ডানকান-জর্ডানের নেতৃত্বে পাঠানো ওই চিঠিতে লেবার পার্টির ৩০ জন এমপি ও সাতজন পিয়ারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আইনপ্রণেতারা স্বাক্ষর করেন। তাদের দাবি, ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর পদ্ধতিগতভাবে সংঘটিত নির্যাতনের চূড়ান্ত দায় নেতানিয়াহুর সরকারকেই বহন করতে হবে।

চিঠিতে নেতানিয়াহুর পাশাপাশি উপ-প্রধানমন্ত্রী, বিচারমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা ইয়ারিভ লেভিনের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানানো হয়। আইনপ্রণেতাদের ভাষ্য, ইসরায়েলের 'দায়মুক্তির সংস্কৃতি' বন্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

তারা উল্লেখ করেন, গত বছর কট্টর ডানপন্থি দুই মন্ত্রী ইতামার বেন-গাভির ও বেজালেল স্মোট্রিচের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও তা ফিলিস্তিনি বন্দিদের প্রতি ইসরায়েলের নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি। বরং এরপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়েছে বলে দাবি করা হয়।

চিঠিতে গত ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, হেফাজতে নির্যাতন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, জীবনধারণের উপায় ধ্বংস এবং ধারাবাহিক সহিংসতার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুদের দমনের একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

আইনপ্রণেতারা আরও বলেন, ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে এক ফিলিস্তিনি বন্দিকে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। পাশাপাশি, গাজার উদ্দেশ্যে যাওয়া 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' নামের ত্রাণবাহী নৌবহর আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটকে দেওয়ার ঘটনায় কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিককে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছিল বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

চিঠিতে লেবার পার্টির পাশাপাশি গ্রিন পার্টি, লিবারেল ডেমোক্র্যাটস, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (এসএনপি), প্লেইড কামরি, সিন ফেইন, এসডিএলপি এবং একজন কনজারভেটিভ এমপিও স্বাক্ষর করেছেন।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 16 | 10 - 16 July 2026

যুক্তরাজ্যে অ্যাসাইলাম লাভ

গুনতে হবে ১০ হাজার পাউন্ড

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই ২০২৬: অবৈধ অভিবাসনের জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর ফি নির্ধারণ করেছে যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার। এখন থেকে যেসব আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করবে, তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার পাউন্ড ফি হিসেবে প্রদান করতে হবে।

এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ জানিয়েছেন এ তথ্য। তিনি বলেছেন, আশ্রয়প্রার্থীর বাসস্থান ও জীবনধারণের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ খাতে ব্যয় করা হবে এই অর্থ।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে ব্রিটেনের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত ইস্যু অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ। জনমত জরিপগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এ ইস্যুতে ব্রিটেনের জনগণ কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে গত ১০ বছরে দেশটিতে যতো সরকার গঠিত হয়েছে, প্রতিটিই অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় গিয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মে'র থেকে শুরু করে সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী কেইর স্টারমার পর্যন্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ব্রিটেনের সরকার, কিন্তু সেসব সফল হয়নি এবং অবৈধ অভিবসন দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে জনগণের ক্ষোভও। ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসীদের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব ও অপরাধও ক্রমবর্ধমান।

যুক্তরাজ্যে অভিবাসন ইস্যু এখন এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে সরকার অবৈধ অভিবাসনের পাশাপাশি বৈধ অভিবাসনও ঠেকাতে চাইছে সরকার। আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর এই পরিমাণ ফি চাপানোর কারণও এটাই।

আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর ফি আরোপের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

স্ত্রীকে হত্যার পর ৮ ফুট গভীর গর্তে মাটিচাপা

নিখোঁজের 'নাটক সাজিয়ে' জিডি করলেন স্বামী

সিলেট প্রতিনিধি, ১০ জুলাই ২০২৬: মৌলভীবাজারে রাজনগর উপজেলায় স্ত্রীকে হত্যার পর মরদেহ মাটিচাপা দেওয়ার অভিযোগে আলমগীর হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। থানায় গিয়ে নিখোঁজের 'নাটক' সাজিয়ে আলমগীর জিডি করেছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে ঘটনার প্রায় ১৬ দিন পরে তার বাড়ির উঠান খুঁড়েই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। গত সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে জেলার রাজনগর উপজেলার মুন্সীবাজার ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামে আলমগীরের বাড়ির উঠান খুঁড়ে তার

স্ত্রী জাহেদা বেগমের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

নতুন হাইকমিশনার মুহাম্মদ আবদুল মুহিত

দেশ ডেস্ক, ১০ জুলাই, ২০২৬: যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দেশের অভিজ্ঞ ক্যারিয়ার কূটনীতিক ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত। কূটনৈতিক সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk